بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IOM

“মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত”

Submitted to

Ustaz Abdul Wahid

Subject: RAM 302

Submitted by

Mrs. Asha Islam Mou

Batch – 202

Roll No - 20202069

সূচীপত্র

১. সারসংক্ষেপ 2

২. মসজিদের পরিচিতি 3

৩. সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ 5

৪. মসজিদে যিরা বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য নির্মিত মসজিদ 6

৫. মসজিদে যিরার নির্মাণের ইতিহাস 6

৬. মসজিদের ফযিলত 9

ক. মসজিদে হারামের ফজিলত 9

খ. মসজিদে নববীর ফজিলত 11

গ. মসজিদে আক্বসার ফজিলত 12

ঘ. মসজিদে ক্বোবার ফজিলত 13

ঙ.অন্যান্য মসজিদের ফজিলত 14

৭. মসজিদ নির্মাণের ফজিলত 18

৮. মসজিদে গমনের ফজিলত 21

৯. মসজিদে গমনের আদবসমূহ 26

১০. মসজিদে অবস্থানের ফজিলত 33

১১. মসজিদে অবস্থানের আদব 35

১২. মসজিদে বৈধ কাজসমূহ 41

১৩. মসজিদে অবৈধ কাজ সমূহ 45

১৪. মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আহকাম.. 50

১৫. ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব 58

১৬. শেষ কথা 62

সারসংক্ষেপ :

সমস্ত মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, মসজিদ হল ইসলামী ধর্মীয়তা এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয় প্রকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান । একটি মসজিদ হল মুসলমানদের জনসাধারণের উপস্থিতির একটি শারীরিক প্রকাশ এবং ইসলামিক সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের জন্য একত্রিত হওয়ার একটি বিন্দু হিসাবে কাজ করে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইবাদতগুলোর মধ্যে ছালাত হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। এটা মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী। আর এ ইবাদত পালনের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। যা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। প্রত্যেক মুমিন প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার তার প্রভূর আদেশ পালনার্থে সেখানে সমবেত হয়। এই মসজিদে আসা-যাওয়া ও অবস্থানের অনেক ফযীলত ও নিয়ম-কানূন রয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণ করা ও আবাদ করাও অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ।

মসজিদের পরিচিতি :

মাসজিদ শব্দটি আরবী। কুরআনে শব্দটি মোট ১৭ বার এসেছে। আর 'মাসজিদ' (مسجد) শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। যার অর্থ হ'ল- সিজদার স্থান, ছালাতের স্থান। আভিধানিক অর্থে যেখানে বান্দা আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে সিজদা করে সেটাই মাসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا 'আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে'।[1] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِدٌ 'যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করে নিবে। কারণ গোটা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[2] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، 'আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে'।[3] পৃথিবীর সকল স্থানের মালিক হ'লেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর জন্য তাঁর বান্দা বা যমীনের যে কোন পবিত্রতম স্থানে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর ওযূর জন্য কোন পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্র হ'তে পারবে (নিসা ৪/৪৮)।

মাসজিদ শব্দটি নিমেণাক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(১) الجامع (আল-জামে ') : ঐ মসজিদকে জামে' মসজিদ বলা হয় যেখানে মানুষ সপ্তাহের জুম'আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

(২) المصلى (আল-মুছাল্লা) : ছালাত অথবা দো'আর স্থান। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মাসজিদ হ'ল,

البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه وعبادته
'এমন গৃহ, যা একমাত্র ছালাতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহর ও তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট।[4]

যে সকল স্থানে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ :

পৃথিবীর সকল পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করা গেলেও নিমেণর স্থানগুলিতে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ :

কবরস্থান ও গোসলখানা : আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ، 'সমগ্র যমীনই মসজিদ (তথা ছালাতের স্থান) কেবলমাত্র কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত'।[5]

উট বাঁধার স্থান : উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,'তোমরা উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করবে না। কারণ সেটি শয়তানের আড্ডাখানা। অতঃপর তাঁকে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমরা তাতে ছালাত আদায় কর, কারণ তা বরকতময়'।[6] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الإِبِلِ،

'তোমরা বকরী ও উটের খোঁয়াড় ব্যতীত ছালাত আদায় করার কোন জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে ছালাত আদায় করতে পার, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে আদায় করবে না'।[7]

আযাবের স্থান : পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাবের স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতিও আসতে না পারে'।[8]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (ছাঃ) হিজর (ছামূদ গোত্রের বস্তি) অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছিল তাদের আবাসস্থলে কান্নাকাটি ব্যতীত প্রবেশ কর না যাতে তোমাদের প্রতি শাস্তি আপতিত না হয়, যা তাদের প্রতি হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করলেন।[9]

বিদ্বানগণের ঐক্যমতে আযাবের স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, গযবের স্থানে ছালাত আদায় করা সকলের ঐক্যমতে হারাম।[10]

ব্যস্ত রাস্তায় ছালাত আদায় করা : ব্যস্ত রাস্তা যেখানে যানবাহন চলাচল করে সেখানে মানুষকে কষ্ট দিয়ে ছালাত আদায় না করাই উত্তম। তবে যদি রাস্তার এক পাশে হয় এবং মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হয় তাহ'লে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে। এছাড়া পরিত্যাক্ত রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে। তাছাড়া যরূরী প্রয়োজন, যেমন জুম'আ ও ঈদের ছালাতে জায়গা সংকুলান না হ'লে রাস্তায় আদায় করা যাবে।[11] জনগণের চালাচলে বিঘ্ন না ঘটলে রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন নিম্নের হাদীছে এসেছে,

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাস্তার মাঝে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় (বসে) আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয়, তাহ'লে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা'।[12]

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ :

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হ'ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ، 'নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমন্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক' (আলে ইমরান ৩/৯৬)।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ: المَسْجِدُ الحَرامُ. قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ المَسْجِدُ الأَقْصى قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ: أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ: حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِدٌ، 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বছা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[13]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন।[14] পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন, 'আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৭)।

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা'বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা'বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কা'বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন।[15]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ'লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আববাসীয় খলীফা মাহদী ও হারুণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, 'আপনারা কা'বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না।[16] বর্তমানে এভাবেই কা'বা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

মসজিদে যিরার বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ :

মসজিদে যিরার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘আরেক দল লোক রয়েছে যারা মসজিদ নির্মাণ করে (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই কামনা করি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তাওবা ৯/১০৭-১০৮)।

মসজিদে যিরার নির্মাণের ইতিহাস :

মসজিদে যিরার মুনাফিকদের চক্রান্তের একটি অংশ। মদীনায় আবু ‘আমের নামক এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাছারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু ‘আমের পাদ্রী নামে খ্যাত ছিল। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা (রাঃ), যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাছারাদের দ্বীনের উপরই ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসলে আবু ‘আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার অভিযোগের জবাব দেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার অন্তর তৃপ্ত হ’ল না। তদুপরি সে বলল, আমরা দু’জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে এ কথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাব। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হ’ল, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়া চলে গেল। কারণ তখন সিরিয়া ছিল নাছারাদের কেন্দ্রস্থল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময়ে সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হ’ল এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ। আর পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উৎখ্যাত করব।

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কূবা মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বারা এক ওয়াক্ত ছালাত

সেখানে পড়াবে। এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, কূবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুস্কর। এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্ত নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হ'তে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব।

নবম হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সফর শেষে ফিরে এসে ছালাত আদায় করবেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন সূরা তওবার উপরোক্ত ১০৭ ও ১০৮ নং আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন।[17]

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় ছাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশ মতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন।

তাই কোন মসজিদকে যিরার হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। ১. মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ২. কুফরী করা, ৩. মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি ও ৪. সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় দান।[18]

পূর্ববতী উম্মতের আমলে মসজিদ :

পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদতের স্থানও মসজিদ বলে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আছহাবে কাহাফের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا-

'এভাবে আমরা তাদের বিষয়টি প্রকাশ করে দিলাম। যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর যখন লোকেরা তাদের করণীয় বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল, তখন তারা বলল, তাদের গুহামুখে তোমরা একটা প্রাচীর নির্মাণ কর (যাতে ওটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়) । কেননা তাদের বিষয়ে তাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। তবে তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল ছিল তারা বলল যে, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটা মসজিদ নির্মাণ করব' (কাহাফ ১৮/২১)।

বনী ইসরাঈলের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا-

'তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যই সেটা করবে। আর মন্দকর্ম করলে সেটাও নিজেদের জন্য। অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় সময়টি এসে গেল, (তখন আমরা অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম) যাতে তারা তোমাদের মুখমন্ডল কালিমালিপ্ত করে দেয় এবং যাতে তারা মসজিদে (বায়তুল মুক্বাদ্দাসে) ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয় সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়' (ইসরা ১৭/৭)।

এছাড়াও ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর বায়তুল্লাহ নির্মাণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকারিয়া (আঃ) মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ঈসা (আঃ)-এর মা মারিয়াম (আঃ)

মসজিদেরই খাদেম ছিলেন এবং মসজিদের এক পার্শ্বে অবস্থান করেই মসজিদের খিদমত করতেন (আলে ইমরান ৩/৩৬-৩৯)।

[1]. বুখারী হা/২৯৭৭; মুসলিম হা/৫২৩; ইবনে মাজাহ হা/৫৬৭।
[2]. বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।
[3]. মুসলিম হা/১০৫০, (ই.ফা) হা/১০৪৪; ছহীহুল জামি' হা/৩১০০।
[4]. আল-মাউসূয়াতুল ফিকহিয়া (কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া ২য় প্রকাশ ১৯৮৩), ৩৭/১৯৪।
[5]. আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।
[6]. আবূদাঊদ হা/৪৯৩।
[7]. তিরমিযী হা/৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৮।
[8]. বুখারী হা/৪৩৩, ৩৩৮০।
[9]. বুখারী হা/৪৪১৯।
[10]. আল-মাজমূ' ৩/১৬৯; শারহুল মুমতে' ২/২৩৭-৬০।
[11]. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, প্রশ্নোত্তর নং ১৪০২০৮।
[12]. বুখারী হা/৬২২৯; আবূদাঊদ হা/৪৮১৫।
[13]. বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩।
[14]. বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।
[15]. বুখারী হা/১৫৮৬।
[16]. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭-১২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮১ পৃঃ।
[17]. সিরাত ইবনে হিশাম, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে বাগভী সূরা তওবা ১০৭-১০৮নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।
[18]. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), (সঊদী আরব : বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ১৪৪০ হিঃ), ১/১০১৮ পৃঃ।

মসজিদের ফযীলত :

ইসলামী শরী'আতে মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে। এসব ফযীলতেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন কোন মসজিদকে ফযীলতের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল মসজিদ থেকে আলাদা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় মসজিদে নববী, তৃতীয় মসজিদে আক্বছা, চতুর্থ মসজিদে ক্বোবা। মর্যাদাপূর্ণ এ

চারটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। উল্লিখিত প্রত্যেক মসজিদের পৃথক পৃথক ফযীলত নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।–

ক. মসজিদে হারামের ফযীলত :



পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হ’ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

(১) মুসলমানদের ক্বিবলা : মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। ক্বিবলামুখী হওয়া ছালাতের অন্যতম ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ‘অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (কা‘বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা‘বার দিকে) ফিরিয়ে দাও’ (বাক্বারাহ ২/১৪৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) কা‘বায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সকল দিকে দো‘আ করেন, ছালাত আদায় না করেই বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা‘বার সামনে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটাই ক্বিবলা’।[1]

(২) কা ‘বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক: কা‘বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, مَن صَلّى صَلاتَنا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِهِ، ‘যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সেই

মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার’।[2]

(৩) এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব: বায়তুল্লায় ছালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرِه مائةُ ألفِ صلاةٍ، وفي مَسْجِدِي أَلْفُ صلاةٍ،

‘মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ফযীলত অন্য মসজিদে ছালাত আদায়ের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত আদায়ে এক হাযার গুণ বেশী’।[3]

(৪) এই মসজিদের উদ্দেশ্যে ছওয়াবের আশায় সফর করা বৈধ: আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليهِ وسلم، ومَسْجِدِ الأقْصى.
'মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আক্বছা এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (ছওয়াবের আশায়) হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)'।[4]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে হারামের দিকে: ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إنَّ الإسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها. 'ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে তার যাত্রা করেছে। সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমনটি সূচনাতে ছিল। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের (বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে'।[5]

(৬) এই মসজিদের দিকে ফিরে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না: আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

اذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الل

'যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কা'বার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কা'বা হচ্ছে মদীনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করতাম'।[6]

'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারও? সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন'।[7]

(৭) ইসরা ও মি 'রাজ শুরু হয়েছে এ মসজিদ থেকে: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের অন্যতম মু'জিযা মি'রাজ ও ইসরা। যা শুরু হয়েছিল মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (আল-ইসরা ১৭/১)।

(৮) মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ: বায়তুল্লাহর আরেকটি মর্যাদা এ কারণে যে, এখানে কোন বিধর্মী তথা কাফের-মুশরেক প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا- 'হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে' (তাওবা ৯/২৮)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি যেন কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না। হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পুনরায় এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না'।[8]

(৯) দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না: দাজ্জাল পুরো পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলেও মক্কা ও মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيسَ مِن بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجّالُ، إلّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقابِها نَقْبٌ، إلّا عليه المَلائِكَةُ صافِّينَ يَحْرُسُونَها، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كافِرٍ ومُنافِقٍ

'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফের এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন'।[9]

(১০) এখানে পাপাচার নিষিদ্ধ: পৃথিবীর সর্বত্রই পাপকর্ম নিষিদ্ধ। তবে মক্কায় এটি আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ ও মাসজিদুল হারাম হ'তে বাধা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান হিসাবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' (হজ্জ ২২/২৫)।

খ. মসজিদে নববীর ফযীলত :



রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নির্মিত, মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীরও। বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এই মসজিদ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে 'হারামাইন' বলা হয়। যেমন–

(১) মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ উত্তম: আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 'মসজিদুল হারাম (কা'বা) ব্যতীত আমার এ মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাযার গুণ বেশী ছওয়াব'।[10]

(২) এই মসজিদের একটি স্থান হ'ল জান্নাতের বাগান: আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ মাযিনী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ 'আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান'।[11] অন্য বর্ণায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজ (কাউছার) এর উপরে।[12]

(৪) এই মসজিদ (৩) বায়তুল্লাহর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও ছওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা বৈধ।[13]

তথা মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।[14]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে নববীর দিকে।[15]

গ. মসজিদে আক্বছার ফযীলত :



পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হ'ল মসজিদে আক্বছা। 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বা 'বায়তুল মাক্বদিস' ফিলিস্তীনের কুদস অথবা জেরুযালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) চল্লিশ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা: ছালাত ফরয হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ছিল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা। বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 'আর তোমরা যেখানে থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা'বার দিকে) ফিরিয়ে দাও' (বাক্বারাহ ২/১৪৪) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ষোল মাস যাবৎ বায়তুল মুক্বাদ্দিসের দিকে মুখ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি।[16]

(২) ইসরার শেষ স্থান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ তা'আলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (ইসরা ১৭/১)। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই মসজিদের আশপাশ আল্লাহ বরকতময় করে রেখেছেন। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আর এই কারণে একে বরকতময় বলা হয়েছে।

(৩) মি 'রাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে: মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এই মসজিদ থেকেই মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়ে ছিলেন।

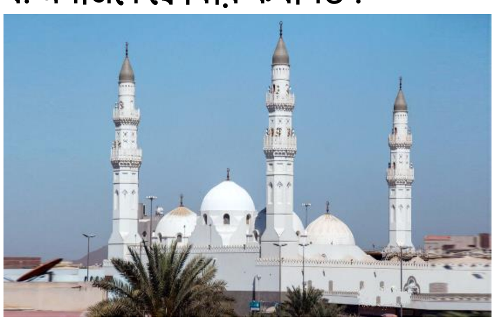
(৪) ছওয়াবের আশায় বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ।[17]

(৫) পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ: মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ হ'ল মসজিদে আক্বছা।[18]

(৬) সকল নবীদের একত্রিত হওয়ার স্থান: নবী-রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আবাসস্থল ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশেপাশের এলাকা। এছাড়াও মি'রাজের সময় নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদে একত্রিত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইমামতিতে সকলে ছালাত আদায় করেছিলেন।[19] এ কারণেও এই মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

(৭) এই মসজিদে ছালাত আদায় জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফের মাধ্যম : আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তা হ'ল- আল্লাহর হুকুম মত ন্যায়বিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হয়েছে'।[20]

ঘ. মসজিদে ক্বোবার ফযীলত :



মদীনায় হিজরতের সময় ১৪ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশের আগে ক্বোবা নামক স্থানে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করেন ও একটি মসজিদ তৈরী করেন। তারপর সেখানে ছালাত আদায় করেন। এটাই ক্বোবা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি মসজিদে নববী থেকে ১ ফারসাখ তথা ৩ মাইল বা ৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। এটিই ছিল মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। যার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তিনিই রাসূল (ছাঃ)-কে এদিকে ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পাথরসমূহ জমা করেন। তারপর প্রথমে রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন। অতঃপর আবূবকর (রাঃ) একটি রাখেন। এরপর বাকী কাজ 'আম্মারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়।[21] মসজিদে ক্বোবার অনেক ফযীলত রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পর মদীনায় পৌঁছার পূর্বে ক্বোবা নামক স্থানে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নাম হচ্ছে 'মসজিদে ক্বোবা', যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. 'অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হক্বদার যে, তুমি সেখানে ছালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (তওবা ৯/১০৮)।

(২) ওমরাহর সমান নেকী লাভ: বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে ছালাত আদায় করলে ওমরার সমান নেকী পাওয়া যায়। সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من تطهَّر في بيتِه، ثم أتى مسجدَ قُباءٍ، فصلّى فيه صلاةً؛ كان له كأجْرِ عُمرةٍ. 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করল অর্থাৎ ওযূ করল, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল, তার

জন্য একটি ওমরাহর সমান ছওয়াব রয়েছে'।[22]

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রতি শনিবার ক্বোবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সাওয়ারীতে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)ও ঐরূপ করতেন।[23] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[24]

ঙ. অন্যান্য মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত :



উপরোক্ত চারটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলোরও বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ আল্লাহর ঘর : পৃথবীর সকল মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য মসজিদগুলিকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলা হয়। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে কা'বা ঘরের পাশে রেখে এই বলে আল্লাহর কাছে দো'আ করেছিলেন যে, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা! যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (ইবরাহীম ১৪/৩৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

'যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর ঘরসমূহের কোন এক ঘরে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। এমনকি তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের মধ্যে আলোচনা করেন'।[25]

সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, المساجدُ بيوتُ اللهِ في الأرضِ تضيءُ لأهلِ السَّماءِ كما تضيءُ نجومُ السَّماءِ لأهلِ الأرضِ 'পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। এগুলো আসমানবাসীর জন্য তেমনি আলোকিত করে যেমনভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্য আকাশের তারকাগুলো আলোকিত করে'।[26]

(২) মসজিদের মালিক আল্লাহ : পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এরপরেও বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের' (কুরায়শ ১০৬/৩)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ কেবল আল্লাহর জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহবান করো না' (জিন ৭২/১৮)। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়?' (বাক্বারাহ ২/১১৪)।

(৩) মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা: পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পসন্দের জায়গা হ'ল মসজিদ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ البلادِ إلى اللهِ مساجدُها وأبغَضُ البلادِ إلى اللهِ أسواقُها 'আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হ'ল মসজিদ সমূহ আর সবচাইতে খারাপ জায়গা হ'ল বাযার সমূহ'।[27]

(৪) মসজিদ এমন জায়গা যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় : মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ،

'(উক্ত জ্যোতি থাকে) মসজিদ সমূহে, যেগুলিকে আল্লাহ মর্যাদামন্ডিত করার এবং সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করার ও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ তেলাওয়াতের আদেশ করেছেন। (মসজিদ আবাদকারী) ঐ লোকগুলি হ'ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে' (নূর ২৪/৩৬-৩৭)।

(৫) ছালাত আদায়ের স্থান: ঈমানের পর বান্দার উপর ফরয হ'ল ছালাত আদায় করা। ক্বিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আর এই ছালাত আদায়ের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। মসজিদে নিম্নোক্ত ছালাত আদায় করা হয়।

(ক) জুম 'আর ছালাত: সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হ'ল জুম'আর দিন। জুম'আর দিনের প্রধান আমল হ'ল জুম'আর ছালাত আদায় করা। জুম'আর ছালাতের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،

'হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ' (জুম'আ ৬২/৯)।

আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لينتَهِينَّ أقوامٌ عن ودعِهِمُ الجمعاتِ، أو ليختِمَنَّ اللهُ على قلوبِهِم، وليَكونُنَّ مِنَ الغافلينَ 'লোকেরা যেন জুম'আ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে;

নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে’।[28]

(খ) ফরয ছালাত আদায়ের স্থান: ফরয ছালাতের উত্তম স্থান হ’ল মসজিদ। আর নফল ছালাতের উত্তম স্থান হ’ল বাড়ী। আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘যে গ্রামে বা অঞ্চলে তিনজন মানুষ বসবাস করবে, সে স্থানে জামা‘আতে ছালাত আদায় করা না হ’লে তাদের ওপর শয়তান জয়ী হয়। অতএব তুমি জামা‘আতকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে’।[29]

(গ) আগমনী ছালাতের স্থান: কা ‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. ‘নবী করীম (ছাঃ) সফর হ’তে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করতেন’।[30]

মসজিদ শুধু ছালাতের স্থান নয়; বরং ছালাতের সাথে সাথে আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলওয়াতেরও স্থান। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। ছাহাবীগণ তখন বলে উঠলেন, থাম, থাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাই ছাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। পেশাব শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এই মসজিদ সমূহে পেশাব ও অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহর যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলেন সে এক বালতি পানি এনে (পেশাবের উপর) ঢেলে দিল।[31]

(ঙ) মসজিদে ছালাত আদায়ে অধিক ছওয়াব: আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَماعَةِ تُضَعَّفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ، وفي سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ ضِعْفًا، وذلكَ أنَّهُ: إذا تَوَضَّأَ، فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلّا رُفِعَتْ له بها دَرَجَةٌ، وحُطَّ عنْه بها خَطِيئَةٌ، فإذا صَلّى، لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عليه، ما دامَ في مُصَلّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عليه، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ولا يَزالُ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاةَ

‘ঘরে অথবা বাযারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা‘আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পuঁচশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভাল করে ওযূ করে কেবলমাত্র ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে গমন করে, তার প্রতি ক্বদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন ছালাত আদায় শেষ করে মুছাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ তখন ঐ ব্যক্তির জন্য অনবরত এই দো‘আ করতে থাকেন যে, হে আল্লাহ!

তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। আর তোমাদের কেউ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করলে, সে সময়টা ছালাতের মধ্যেই গণ্য হবে’।[32]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ‘একা একা ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা‘আতে ছালাত আদায় করা সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব’।[33]
(চ) ই ‘তেকাফের স্থান: মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ই‘তেকাফ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ‘আর তোমরা স্ত্রীগমন কর না যখন তোমরা মসজিদে ই‘তেকাফ অবস্থায় থাক’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

(৮) মসজিদ আল্লাহভীরুদের ঘর: আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, المسجدُ بيتُ كلِّ تَقِيٍّ ‘মসজিদ হ’ল প্রত্যেক আল্লাহভীরুদের ঘর’।[34]

[1]. বুখারী হা/৩৯৮; মুসলিম হা/১৩৩০; নাসাঈ হা/২৯১৭।
[2]. বুখারী হা/৩৯১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/১৩।
[3]. ‘আল জামি‘উছ ছাগীর হা/৫৮৫, ছহীহুল জামি‘ হা/৪২১১।
[4]. বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩।
[5]. মুসলিম হা/১৪৬, (ই.ফা) হা/২৭১।
[6]. বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪।
[7]. মুসলিম হা/২৬২; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৭০।
[8]. বুখারী হা/৪৬৫৫; মুসলিম হা/১৩৪৭; আবূ দাঊদ হা/১৯৪৬।
[9]. বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।
[10]. বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; আহমাদ হা/১৬০৫।
[11]. বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; আহমাদ হা/৮৮৭২।
[12]. বুখারী হা/১১৯৬; মুসলিম হা/১৩৯১; আহমাদ হা/৭২২২।
[13]. বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩।
[14]. বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।
[15]. মুসলিম (হা.একা.) হা/২৪৮ (ই.ফা) হা/২৭১।
[16]. মুসলিম হা/৫২৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান’ অধ্যায় ।
[17]. বুখারী হা/১১৮৯; আবূদাঊদ হা/২০৩৩।
[18]. বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩।
[19]. মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬।
[20]. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮।
[21]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬), ২৩৮-২৩৯ পৃঃ।
[22]. ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; নাসাঈ হা/৬৯৯; আলবানী : ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৮১।
[23]. বুখারী হা/১১৯৩।
[24]. বুখারী হা/১১৯৪।
[25]. মুসলিম হা/৭০২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫; তিরমিযী হা/২৯৪৫; ছহীহুল জামি‘ হা/৬৫৭৭।
[26]. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০।
[27]. মুসলিম হা/৬৭১, ই.ফা. হা/১৪০০; মিশকাত হা/৬৯৬; ছহীহুল জামি‘ হা/১৬৭।
[28]. মুসলিম হা/৮৬৫; নাসাঈ হা/১৩৭০; ইবনে মাজাহ হা/১১২৭।
[29]. আবূ দাঊদ হা/৫৪৭; আহমাদ হা/২৭৫১৪; মিশকাত হা/১০৬৭।
[30]. বুখারী হা/৪৪১৮, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘সফর হ’তে ফিরে আসার পর ছালাত আদায়’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৭৬৯।
[31]. বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।
[32]. মুসলিম হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।
[33]. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২।
[34]. তাবারাণী, আল-কাবীর; ছহীহাহ হা/৭১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩০।

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত :

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন–

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ: নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন–

(এক) আদম (আঃ):

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[1]

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ):

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।[2] আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' (হজ্জ ২২/২৬)। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

(তিন) দাউদ (আঃ):

ইয়া'কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।[3] আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ'লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' (সাবা ৩৪/১৪)।

(চার) মুহাম্মদ (ছাঃ) :

মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পেঁŠছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি ১ম জুম‘আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।[4]

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার দু’টো দু’টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ’তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’।[5]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের’।[6]

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য:

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

‘আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (তওবা ৯/১৮)।

(৩) মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন'।[7]

(৪) মসজিদ নির্মাণ হ'ল ছাদাক্বায়ে জারিয়া:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।[8]

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম:

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন'।[9] মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।[10] যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।[11]

মসজিদে গমনের ফযীলত:

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হ'ল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি:

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللَّهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِّ.

‘কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (ছালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ’লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা‘আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা‘আতে উপস্থিত হ’ত যাকে দু’জন মানুষের কাuঁধ ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত’।[12] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

‘আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, ‘কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া’।[13]

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, ‘তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন।[14] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ له ذُنُوبَهُ-

‘যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা‘আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’।[15]

(২) হজ্জের সমান ছওয়াব:

জামা‘আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ছাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

‘যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে’।[16]

(৩) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ:

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ-

'তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার'।[17]

(৪) আল্লাহ সম্মান করেন:

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلّٰهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ، 'যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হ'ল,

যিয়ারতকারীর সম্মান করা'।[18]

(৫) জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ، 'যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য'।[19]

(৬) ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে:

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ'ল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও'।[20] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامةِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে'।[21]

(৭) আরশের নিচে স্থান লাভ:

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হ'ল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়'।[22]

(৮) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راحَ، 'যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়'।[23]

(৯) ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

'ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে) । ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।[24] অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ 'হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়'।[25]

(১০) জামা 'আত না পেলেও জামা 'আতের ছওয়াব লাভ: মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ'ল, কোন কারণে মসজিদে জামা'আত না পেলেও জামা'আতের ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ছালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’।[26]

(১১) নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে:

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ‘যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে’।[27]

(১২) হেঁটে জামা ‘আতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হ’তে পবিত্র হয়ে যাবে’।[28]

(১৩) জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি:

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা ‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা ‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হ’তে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হ’তে মুক্তি’।[29]

[1]. বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।
[2]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৪-৪৫।
[3]. নবীদের কাহিনী, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৯।
[4]. আল-বিদায়াহ ২/২১১।
[5]. বুখারী হা/৪৪৭।
[6]. বুখারী হা/৪৪৬।
[7]. তিরমিযী হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৫৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৫।

[8]. ইবনে মাজাহ হা/২৪২; ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪।
[9]. বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; তিরমিযী হা/৩১৮; মিশকাত হা/৬৯৭।
[10]. তিরমিযী হা/৩১৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৬।
[11]. ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬১০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮।
[12]. মুসলিম, হা/১৩৭৪; ইবনে মাজাহ হা/৬৩৮, সনদ ছহীহ।
[13]. মুসলিম হা/২৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২৮২।
[14]. মুসলিম হা/৬৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৯৮; মিশকাত হা/৭০০।
[15]. মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬।
[16]. আবূদাঊদ হা/৫৫৮; আহমাদ হা/২২৩০৪; ছহীহ তারগীব হা/৬৭৫।
[17]. আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ইবনে হিববান হা/৪৯৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৭২৭।
[18]. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা/১৬৪৬৫।
[19]. ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭; মিশকাত হা/৭৪২।
[20]. আবূদাঊদ হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনে মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১।
[21]. তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭।
[22]. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১।
[23]. বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬০৮; মিশকাত হা/৬৯৮।
[24]. বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।
[25]. মুসলিম হা/৬৪৯।
[26]. নাসাঈ হা/৮৫৫; আবূদাঊদ হা/৫৬৪, হাদীছ ছহীহ।
[27]. আবূদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৬৩; মিশকাত হা/৭৩০।
[28]. তিরমিযী হা/৩২৩৩।
[29]. তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহাহ হা/২৬৫২।

মসজিদে গমনের আদবসমূহ :

ইতিপূর্বে আমরা মসজিদে গমনের অনেক ফযীলত উল্লেখ করেছি। উক্ত ফযীলতগুলো লাভের জন্য মসজিদে গমনের আদব যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। নিমেণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মসজিদে গমনের ককিপয় আদব উল্লেখ করা হ'ল-

(১) বিশুদ্ধ নিয়ত করা: আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত।[1] সুতরাং মসজিদে গমন করা ও ছালাত আদায় করার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা যরূরী। তাই ছালাতে বের হওয়ার আগে মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ছওয়াব হাছিলের প্রত্যাশায় মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من أتي المسجد لشيء فهو حظه 'যে ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু অর্জনের জন্য আসে, তখন সে সেটারই অংশীদার হয়'।[2]

(২) পবিত্র হয়ে ঘর থেকে বের হওয়া : মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ'ল বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে তথা ওযূ করে মসজিদে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (ছালাত আদায়ের জন্য) কোন মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ'লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে পাপ মোচন করে দেন। (রাবী মাসউদ রাঃ বলেন) আমরা মনে করি যার মুনাফেকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফেক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হ'ত, যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত'।[3]

(৩) ময়লা বা দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকা: মসজিদ পবিত্র স্থান। তাই যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে সে অবশ্যই পবিত্র হয়ে আসবে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَن أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنا، أَوْ قالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، ولْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ-

'যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হ'তে দূরে থাকে অথবা বললেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। আর নিজ ঘরে বসে থাকে'।[4] অন্য হাদীছে এসেছে,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ-

'যে ব্যক্তি (কাচা) এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান ঐসব জিনিসে, যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়'।[5] পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া নিষেধ নয় এবং রান্না করা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসাও নিষেধ নয়।[6] বর্তমানে যারা মাদকদ্রব্য সেবন করেন ও বিড়ি-সিগারেট পান করেন তাদের মুখ থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। সুতরাং অন্যকে কষ্ট দানকারী এসব হারাম থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

(৪) সুন্দর পোষাক পরিধান করা: মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ'ল, সাধ্যমত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ، 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' (আ'রাফ ৭/৩১)।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذَا صَلّى أحَدُكم فليَلْبَس ثَوبَيهِ فإنَّ اللهَ أحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لهُ 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোষাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার'।[7]

(৫) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা : মসজিদে যাওয়ার সময় অথবা যে কোন সময় ঘর থেকে বের হ'লেই দো'আ পাঠ করে বের হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওলা-লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। অর্থ: 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'। তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[8]

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা।

অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হ'তে কিংবা পথভ্রষ্টতা হ'তে কিংবা যুলুম করা হ'তে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া হ'তে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ হ'তে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হ'তে'।[9]

(৬) পথে আঙ্গুল না মটকানো : কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، 'তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ'লে সে যেন তার দু'হাতের আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে ছালাত আদায়কারী হিসাবেই গণ্য করা হবে)।[10] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার গৃহে ওযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসে সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতের মধ্যেই থাকে। সুতরাং তুমি এরূপ করবে না। আর তিনি তার আঙ্গুলসমূহ জড়ালেন'।[11]

(৭) মসজিদে যাওয়ার সময় দো 'আ পাঠ করা: বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত দো'আ পাঠ করতে থাকা। এ সময়ে নিম্নোক্ত দো'আটি প্রনিধানযোগ্য।

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন ইয়াসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্বী নূরান ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ'আল লি ফী নাফসী নূরান, ওয়া 'আ'যিম লি নূরান।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর (আলো) দান করুন, আমার যবানে নূর দান করুন, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডান দিক থেকে নূর দান করুন, আমার বাম দিক থেকে নূর দান করুন, আমার উপর থেকে নূর দান করুন, আমার নীচ থেকে নূর দান করুন, আমার সামনে থেকে নূর দান করুন, আমার পিছন থেকে নূর দান করুন, আমার আত্মায় নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বড় করে দিন।[12]

(৮) ধীরস্থিরতার সাথে মসজিদে গমন করা: অনেকে রাক'আত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করেন, আবার কেউ কেউ দৌড়িয়ে মসজিদে আসেন। এটা মসজিদের আদব নয়। বরং স্বাভাবিক গতিতে আসাই মসজিদের আদব, যদিও জামা'আত শেষ হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

-إذا سَمِعْتُمُ الإقامَةَ، فامْشُوا إلى الصَّلاةِ وعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ والوَقارِ، ولا تُسْرِعُوا، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا

‘যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে’।[13] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وأْتُوها تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا،

‘যখন ছালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে ছালাতে আসবে না, বরং হেঁটে ছালাতে আসবে। ছালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা‘আতের সাথে ছালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে নাও’।[14]

(৯) আগে আগে ছালাতে আসা: আগে আগে মসজিদে এসে ছালাতের জন্য অপেক্ষা করাই মসজিদের আদব। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إلَيْهِ، ‘যদি তারা জানত যে আগে আসার ছওয়াব কী? তবে অবশ্যই তারা তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ’ত’।[15] জুম‘আর ছালাতে আগে আসার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن راحَ في السّاعَةِ الرّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجاجَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الخامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য (মসজিদে) আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল (তথা আল্লাহর রাস্তায় ছাদাক্বা করল)। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকর (খুৎবা) শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন’।[16] আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে, সকাল সকাল প্রস্ত্তত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের খুৎবা শুনবে ও চুপ থাকবে, অনর্থক কিছু করবে না, তার জন্য তার বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে’।[17] সুতরাং উক্ত ছওয়াব পাওয়ার জন্য অবশ্যই আগে আগে মসজিদে গমন করতে হবে।

(১০) ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা : রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ভাল কাজের শুরু ডান দিক দিয়ে করতেন। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশের সময়ও ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজ ডানদিক হ’তে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। তাহারাত অর্জন, মাথা আচঁড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও’।[18] এ হাদীছের শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহঃ) এভাবে বলেছেন, باب التيمن في دخول المسجد وغيره ‘মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হ’তে শুরু করা অধ্যায়’। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) (মসজিদে) প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হবার সময় প্রথম বাম পা দিয়ে শুরু করতেন।[19]

(১১) মসজিদে প্রবেশের দো 'আ পাঠ করা: রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশের সময় বেশ কয়েকটি দো'আ পাঠ করতেন। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

'আমি মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী'।[20]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে, اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।[21]

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন, بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ- 'আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন'।[22]

(১২) সালাম দিয়ে প্রবেশ করা: যিনি মসজিদে প্রবেশ করবেন তিনি সালাম প্রদানের মাধ্যমে প্রবেশ করবেন। কেউ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ছালাতরত ব্যক্তি মুখে সালামের উত্তর না দিয়ে নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের জবাব দিতে পারেন। ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অতঃপর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন'।[23] তিরমিযীতে অতিরিক্ত হিসাবে বলা হয়েছে, তিনি আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলেন।[24]

(১৩) প্রথম কাতারে ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা: ছালাতে প্রথম কাতারে বসা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو يعلمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا، 'যদি মানুষ জানত আযান ও প্রথম কাতারে কী আছে, তারপর লটারী ব্যতীত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হ'ত, তবে তারা তা অর্জনের জন্য লটারী করত'।[25] অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারকে এবং নারীদের জন্য শেষের কাতারকে উত্তম বলেছেন।[26] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَأى في أصْحابِهِ تَأَخُّرًا فقالَ لهمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي، ولْيَأْتَمَّ بكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. وفي رواية: رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا في مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন একদল লোককে মসজিদের পিছনে অবস্থান করতে দেখে বললেন, তোমরা এগিয়ে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। কোন গোষ্ঠী পিনে অবস্থান করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনেই রেখে দিবেন'।[27]

আজকাল আমাদের সমাজে এ আমলটির প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। সবাই মসজিদের পিছনের কাতারে দাঁড়াতে পসন্দ করে, জোর করেও অনেককে সামানের কাতারে আনা যায় না। এ সকল লোকেদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يزالُ قومٌ يتأخَّرُوْن عن

الصفِّ الأوَّلِ حتى يُؤَخِّرهمُ اللهُ في النَّارِ، 'কোন সম্প্রদায় যখন প্রথম কাতারে প্রবেশ করা থেকে বিলম্ব করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করতে বিলম্ব করবেন'।[28]

(১৪) মানুষকে ডিঙ্গিয়ে সামনে না যাওয়া: মসজিদে যিনি আগে আসবেন তিনিই সামনে বসবেন, যদিও তিনি মান-সম্মান ও সম্পদের দিক থেকে দুর্বল হন। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকে দুনিয়ার মান-সম্মানের অধিকারী হ'লেও মসজিদে আসেন সবার পরে কিন্তু তিনি সবাইকে ডিঙ্গিয়ে সামনে চলে যান, এটা মসজিদের আদবের বিপরীত।

(১৫) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসা : মসজিদে প্রবেশের পর আদব হ'ল, দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إذا دخل أحدُكم المسجِدَ، فلا يجلِسْ حتى يركَعَ ركعتينِ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে'।[29]

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[30]

(১৬) ইক্বামত হয়ে গেলে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাত আদায় না করা: আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبةُ، 'ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে উক্ত ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[31] অন্যত্র এসেছে, إذا أُقيمَت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ قيل يا رسولَ اللهِ ولا ركعتَي الفجرِ قال ولا ركعتَي الفجرِ- 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয় তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতও না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতও না'।[32]

(১৭) অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা: মসজিদে অবস্থানকালে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ মানুষ যতক্ষণ মসজিদে থাকে ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকে। সাহল বিন সা'দ আস-সা'দী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، 'বান্দা যতক্ষণ মসজিদে ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে, ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যে বলে গণ্য হয়'।[33]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে যতক্ষণ মুছল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিমণরূপ দো'আ করতে থাকে, اللَّهمَّ اغفِرْ له اللَّهمَّ ارحَمْه 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন'।[34]

(১৮) ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হওয়া: ছালাত শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হয়ে ছালাতের পরে বিভিন্ন তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে ফরয ছালাতের পরপরই সুন্নাতের জন্য না উঠে ছালাতের পরের যিকরগুলো পাঠ করা।

(১৯) ক্বিবলামুখী হয়ে বসা: মসজিদের আরেকটি আদব হ'ল ক্বিবলামুখী হয়ে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إنَّ لِكلِّ شيءٍ سَيِّدًا، وإنَّ سَيِّدَ المَجالِسِ قُبالَةَ القِبلةِ، 'প্রতিটি বস্তর একজন সরদার রয়েছে। আর মজলিস সমূহের সরদার হ'ল, ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসা'।[35]

(২০) বাম পা দিয়ে বের হওয়া: ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার ন্যায় বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়াও মসজিদের অন্যতম আদব।

(২১) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দো‘আ পাঠ করা : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন বলে, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ- ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি’।[36] ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদ থেকে বের হ’তেন তখন বলতেন, بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ- ‘আল্লাহর নামে (প্রস্থান করছি) এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম। হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও’।[37]

[1]. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।
[2]. আবূদাঊদ হা/৪৭২, সূয়ূতী, আল-জামি‘উছ ছাগীর হা/৮২৬৪।
[3]. মুসলিম (হা.একা) হা/১৩৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৬৩৮।
[4]. বুখারী হা/৮৫৫।
[5]. বুখারী হা/৮৪৫; মুসলিম হা/৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৫; মিশকাত হা/৭০৭।
[6]. আবূদাঊদ হা/৩৮২৭; ছহীহাহ হা/৩১০; মিশকাত হা/৭৩৬।
[7]. ত্বাবারাণী, মু‘জামুল আওসাত হা/৯৩৬৮; ছহীহাহ হা/১৩৯৬।
[8]. আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩।
[9]. তিরমিযী হা/৩৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪।
[10]. আবূদাঊদ হা/৫৬২; তিরমিযী হা/৩৮৬।
[11]. ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৪৩৮; হাকেম হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৯৩।
[12]. বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১২৫৯।
[13]. বুখারী হা/৬৩৬; মুসলিম হা/৬০৪; আহমাদ হা/২২৭১২।
[14]. বুখারী হা/৯০৮।
[15]. বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; ইবনে হিববান হা/২১৫৩।
[16]. বুখারী হা/৮৮১; মুসলিম হা/৮৫০; আবূদাঊদ হা/৩৫১; তিরমিযী হা/৪৯৯; আহমাদ হা/৯৯৩৩।
[17]. আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪০৫।
[18]. বুখারী হা/৪২৬।
[19]. বুখারী হা/৪২৬ এর শিরোনাম দ্রঃ।
[20]. আবূদাঊদ হা/৪৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭৪৯।
[21]. মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩, ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।
[22]. আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪।
[23]. আবূদাঊদ হা/৯২৫।
[24]. তিরমিযী হা/৩৬৭।
[25]. বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; নাসাঈ হা/৫৪০।
[26]. মুসলিম হা/৪৪০; তিরমিযী হা/২২৪; নাসাঈ হা/৮২০; ইবনু মাজাহ হা/১০০০।
[27]. মুসলিম হা/৪৩৮।
[28]. আবূদাঊদ হা/৬৭৯; ছহীহ তারগীব হা/৫১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৮০৫।
[29]. ইবনু মাজাহ হা/১০১২; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫।
[30]. বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।
[31]. মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬; নাসাঈ হা/৮৬৪।
[32]. বায়হাক্বী হা/৮৭২৮; ফাতহুল বারী ২/১৭৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৩।

[33]. বুখারী হা/১৭৬; মুসলিম হা/৬৩৯।
[34]. নাসাঈ হা/৭৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৭৫৩।
[35]. ছহীহাহ হা/২৬৪৫; তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ৩/২৫; ছহীহ তারগীব হা/৩০৮৫।
[36]. মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩ ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।
[37]. আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪।

মসজিদে অবস্থানের ফযীলত :

মসজিদ পবিত্র স্থান, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদে ইবাদতের আগে ও পরে অবস্থান করার মধ্যেও বান্দার জন্য অনেক নেকী রয়েছে। যেমন–

(১) ফেরেশতাদের দো ‘আ লাভ: যারা মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার পর ফরয ছালাতের জন্য বসে থাকে কিংবা ফরয ছালাতের পরে মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা লাভের দো‘আ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْف لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ-

‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার ছালাতের স্থানে থাকে তার ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দো‘আ করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন।

আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির ছালাত তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হ'তে বিরত রাখে, সে ছালাতরত আছে বলে পরিগণিত হবে'।[1]

(২) আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম: মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর যিকিরকারীর জন্য বহু ফযীলত রয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘর সমূহ হ'তে কোন ঘরে একত্রিত হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হ'তে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তীদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না'।[2]

(৩) আল্লাহ আনন্দিত হন: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে ছালাত ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়'।[3]

(৪) আল্লাহ গর্ব করেন : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেল এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত দ্রুতবেগে আসলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'তে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে গেলেন এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকটে তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।[4]

(৫) পাপের কাফফারা: ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকটে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হ'লাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ- 'ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দরভাবে ওযূ করা'। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে জন্মদিনের মত গুনাহ হ'তে পবিত্র হয়ে যাবে'।[5]

(৬) নবীর সুন্নাত: জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের ছালাতের স্থানে বসে থাকতেন।[6]

(৭) পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ: আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব)।[7]

(৮) ছালাতের মত ছওয়াব লাভ : একজন মুসলমান যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকবেন। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের ন্যায় ছওয়াব পাবেন। হুমাইদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি এশার ছালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ ছালাত রত ছিলে বলে গণ্য করা হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।[8]

মসজিদে অবস্থানের আদব :

(১) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে না বসা: মসজিদ হ'ল পবিত্র স্থান। সুতরাং পবিত্র লোকেরাই সেখানে আসবে ও বসবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে আসতে পারে অথবা মসজিদের উপর দিয়ে গমন করতে পারে কিন্তু সে মসজিদে বসবে না। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর' (নিসা ৪/৪৩)।

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অনেক ইমাম এ আয়াত দ্বারা এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে তার জন্য মসজিদ ত্যাগ করার জন্য অতিক্রম করা বৈধ। অনুরূপভাবে ঋতুবর্তী ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার বিধানও একই।[9]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার মুছাল্লা নিয়ে এসো। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে লেগে নেই।[10] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বললেন,

يا عائِشَةُ، ناوِلِينِي الثَّوْبَ. فَقالَتْ: إنِّيْ حائِضٌ، فَقالَ: إنَّ حَيْضَتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ فَناوَلَتْهُ.

'হে আয়েশা! আমাকে কাপড়টা এগিয়ে দাও। তিনি (আয়েশা রাঃ) বললেন, আমি যে ঋতুবতী! জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে নেই। তারপর আমি তা এনে দিলাম'।[11]

(২) বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা : অনেকে মসজিদে ঢুকেই সরাসরি বসে যান। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মসজিদে বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[12] একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,إذا دخلَ أحدُكمُ المسجدَ فلا يجلِسْ حتَّى يصلِّيَ رَكعتينِ 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ না দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে'।[13] এমনকি জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[14]

অন্য হাদীছে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে মসজিদ অতিক্রম করাকে ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল, লোকেরা মসজিদ অতিক্রম করে চলে যাবে অথচ সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না'।[15]

(৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা: মসজিদকে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখতে হবে। মসজিদ নোংরা করা, অপরিচ্ছন্ন রাখা সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ।[16] আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা হচ্ছে তা মুছে ফেলা।[17] একই রাবী কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، فَإِنَّهُ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا-

'নবী করীম (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তার নিকটে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিস্কার করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও ক্বিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুতু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে'।[18] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[19]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল, তা দেখে ছাহাবীগণ থামো থামো বলে তাকে পেশাব করতে বাধা দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব সেরে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এটা হ'ল মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বরং এ হ'ল আল্লাহর যিকির করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান'।[20]

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন কাল ব্যক্তি বা মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। লোকটি মারা গেল কিন্তু তার মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হয়নি। একদিন রাসূল (ছাঃ) তার আলোচনায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন লোকটি মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন'।[21]

(৪) আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়া: কেউ মসজিদে অবস্থানকালে কোন ছালাতের জন্য আযান হয়ে গেলে ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আবু শা'ছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

'আছরের ছালাতের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হ'তে বেরিয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করল।[22] তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য, টয়লেটে অথবা অন্য কোন যরূরী প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়ে গেল, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা হ'তে পানি টপ টপ করে পড়ছিল। অতঃপর সবাইকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন'।[23]

(৫) প্রয়োজন পূরণের পর অবস্থান করা: খাবার থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্ত হয়ে এবং পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে মসজিদে অবস্থান করা বা ছালাত আদায় করা অপসন্দনীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ، 'খাবার হাযির হ'লে কোন ছালাত আদায় চলবে না। কিংবা পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে না'।[24]

(৬) কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসা : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا، 'তোমাদের কেউ যেন তোমার ভাইকে তার স্থান থেকে না উঠায় এবং তাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে না বসে। তবে তাকে বলবে, তুমি জায়গা প্রশস্ত কর।[25] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, কেউ যেন তার ভাইকে স্বীয় বসার স্থান হ'তে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেন, আমি নাফে' (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি শুধু জুম'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুম'আহ ও অন্যান্য (ছালাতের) ব্যাপারেও।[26]

(৭) ছালাত আদায়ের জন্য কোন স্থানকে নির্ধারণ না করা: মসজিদ আল্লাহর ঘর। সুতরাং এখানে সবার অধিকার সমান। যিনি আগে আসবেন তিনিই আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং যিনি প্রথমে আসবেন তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবেন। অতঃপর যিনি আসবেন এবং যেখানে ফাঁকা পাবেন সেখানে বসবেন। এক্ষেত্রে কারো জন্য মসজিদের একটা নির্ধারিত স্থান রেখে দেওয়া ও অন্যকে বসতে না দেওয়া জায়েয নয়। আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে'।[27]

(৮) ঘুম আসলে স্থান পরিবর্তন করা : মসজিদে অবস্থান কালে কারো ঘুম আসলে তিনি স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন, যাতে করে তার ঘুম চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، 'যখন মসজিদে তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে, সে যেন স্বীয় মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বসে'।[28] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، 'যখন তোমাদের কারো জুম'আর দিন তন্দ্রা আসে, সে যেন ঐ মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায়'।[29]

(৯) মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া: মসজিদে কাউকে ডিঙ্গিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া মসজিদের অন্যতম আদব। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ"،

'একদা জুম'আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসহ হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বস, তুমি (লোকদের) কষ্ট দিচ্ছ'।[30]

(১০) দুই জনের মাঝখানে ফাঁকা না করা: ছালাতে যেমন পাশাপাশি দাঁড়াতে হয় তেমনি মসজিদে বসার সময়ও ফাঁকা ফাঁকা না হয়ে মিলে মিশে বসতে হবে। সালামান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى،

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তাহ'লে তার সে জুম'আহ হ'তে আরেক জুম'আহ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়'।[31]

(১১) মুছল্লীর সামনে ও তার সুতরার মাঝে না হাঁটা: মসজিদে কোন মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করলে ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল বা অন্য কোন বস্ত দ্বারা আড়াল করে দাঁড়ানো মুছল্লীর দায়িত্ব। আর অন্যান্য মুছল্লীগণ এই আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবেন না। এই আড়াল করাই হ'ল সুতরা। আবু জুহায়ম (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِيْ أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً،

'যদি মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, এটা কত বড় অপরাধ, তাহ'লে সে মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। আবুন-নাযর (রহঃ) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি কি চল্লিশ দিন বলেছেন, নাকি মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন।[32] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

'তোমাদের যে কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে ছালাত আদায় করে এবং তার নিকটবর্তী হয়। আর সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে. তাহ'লে সে যেন প্রতিরোধ করে। কারণ সে একটা শয়তান'।[33]

(১২) জুম'আর দিন খুৎবার সময় চুপ থাকা : মসজিদে সবসময় মুছল্লীরা চুপচাপ আল্লাহর ইবাদত করবে। কখনও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। বিশেষ করে জুম'আর দিন আরো গুরুত্ব দিবেন। এমনকি কেউ কথা বললেও বলা যাবে না যে, তুমি চুপ কর বা চুপ থাক। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ 'জুম'আর দিন যখন তোমার পাশের মুছল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তাহ'লে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে'।[34]

(১৩) ধারালো কোন জিনিস বহন করা থেকে বিরত থাকা: আবু বুরদাহ (রহঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا 'যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাযার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলা হাত দিয়ে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলিম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়'।[35] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে তীরসহ এক ব্যক্তিকে দেখে বলেন, 'এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ'।[36]

(১৪) মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানো: মসজিদ সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা। আর সেই মূল্যবান জায়গায় অবস্থানকালীন সময়কে যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াতসহ যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। দুনিয়াবী কথা, কাজের মাধ্যমে সময় নষ্ট করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فَسَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حَلَقًا حَلَقًا، إِمَامَهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تَجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ للهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ

'শেষ যামানায় এমন সম্প্রদায়ের লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে বসবে, তাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়া। তোমরা তাদের সাথে বসবে না। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর জন্য কোন প্রয়োজন নেই'।[37]

(১৫) মসজিদে দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিকে গুটিয়ে কাপড় পেচিয়ে না বসা: মু'আয বিন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিক গুটিয়ে কাপড় পেঁচিয়ে মাটিতে নিতম্ব রেখে বসা হ'তে নিষেধ করেছেন'।[38]

(১৬) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করা: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন আনছারী মহিলা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস বানিয়ে দিব

না, যার উপর আপনি বসবেন? কেননা আমার একজন কাঠমিস্ত্রি গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তা চাও। বর্ণানাকারী বললেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করলেন। যখন জুম‘আর দিন হ’ল, নবী করীম (ছাঃ) সেই কাঠের তৈরী মিম্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেজুর গাছের কান্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুৎবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চিৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী করীম (ছাঃ) নেমে এসে তা নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলল) খেজুর কান্ডটি যে যিকর-নছীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল’।[39] [চলবে]

[1]. বুখারী হা/৬৫৯
।[2]. মুসলিম হা/২৬৯৯।
[3]. ইবনু মাজাহ হা/৮০০; আহমাদ হা/৮০০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬০৭; আল-জামে‘উছ ছাগীর হা/৭৮৬১।
[4]. ইবনু মাজাহ হা/৮০১; আহমাদ হা/৬৭১১-১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৪৫; ছহীহাহ হা/৬৬১।
[5]. তিরমিযী হা/৩২৩৩; আহমাদ হা/৩৪৮৪, সনদ ছহীহ।
[6]. মুসলিম, তিরমিযী হা/৫৮৫; আবূদাঊদ হা/১১৭১।
[7]. তিরমিযী হা/৫৮৬; ছহীহাহ হা/৩৪০৩।
[8]. বুখারী হা/৬৬১।
[9]. তাফসীরে ইবনে কাছীর, নিসা ৪৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।
[10]. মুসলিম হা/৫৭৬, (ই.ফা) হা/৫৮০।
[11]. মুসলিম হা/৫৭৮, (ই.ফা) হা/৫৮২
[12]. বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; নাসাঈ হা/৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/১০১৩; মিশকাত হা/৭০৪।
[13]. বুখারী হা/১১৬৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫।
[14]. বুখারী হা/৯৩০; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫।
[15]. মু‘জামুল কাবীর হা/৯৪৮৮; শু‘আবুল ঈমান হা/৮৩৯৯; ছহীহাহ হা/৬৪৯।
[16]. মুসলিম হা/৫৫৩; আহমাদ হা/২১৫৪৯; ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৭০৯।
[17]. বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; আহমাদ হা/১২৭৭৫।
[18]. বুখারী হা/৪০৫।
[19]. আবূদাঊদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪।
[20]. মুসলিম (হা.এ) হা/৫৪৮।
[21]. বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬।
[22]. মুসলিম হা/৬৫৫; তিরমিযী হা/২০৪; নাসাঈ হা/৬৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৩।
[23]. বুখারী হা/৬৪০।
[24]. মুসলিম (হা.এ) হা/১১৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২০৭৩; ছহীহ আল জামে‘ হা/৭৫০৯।
[25]. মুসলিম হা/২১৭৮।
[26]. বুখারী হা/৯১১।
[27]. আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯।
[28]. আবূদাঊদ হা/১১১৯; তিরমিযী হা/৫২৬; আল-জামে‘উছ ছগীর হা/৮৭২।
[29]. তিরমিযী হা/৫২৬; বায়হাক্বী হা/৬১৩৯।
[30]. আবূদাঊদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৭; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৭৯০।
[31]. বুখারী হা/৮৮৩।
[32]. বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৭৫০৭।
[33]. বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; নাসাঈ হা/৭৫৭; আবূদাঊদ হা/৬৯৭।

[34]. বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১।
[35]. বুখারী হা/৪৫২।
[36]. বুখারী হা/৪৫১; মুসলিম হা/২৬১৪; আহমাদ হা/১৪৩১৪।
[37]. তাবারানী, আল-কাবীর হা/১০৪৫২; ছহীহাহ হা/১১৬৩; ইবনে হিববান হা/৬৭৬১।
[38]. আবূদাঊদ হা/১১১০; তিরমিযী হা/৫১৪।
[39]. বুখারী হা/২০৯৫; মুসলিম হা/১১০৩।

মসজিদে বৈধ কাজসমূহ :

মসজিদ আল্লাহর ঘর, যেখানে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করে থাকেন। এছাড়াও কিছু কাজ রয়েছে, যা মসজিদের মত পবিত্র স্থানে করা বৈধ। যেমন-

(১) শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা : মসজিদ হ’ল শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম স্থান। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রতিদিন ইমামের কাছ থেকে শিক্ষা নিবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। আবার ইমামগণও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবেন। আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা মসজিদে বসেছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিল। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসল। তন্মধ্যে দু’জন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং একজন চলে গেল। আবু ওয়াক্বিদ (রাঃ) বলেন, তাঁরা দু’জন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর তাদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল এবং অপরজন তাদের পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) অবসর হ’লেন তখন (ছাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন’।[1]

(২) বিচার-ফায়ছালা ও শারঈ সিদ্ধান্ত বা নছীহত করা: কোন বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হ'লে অথবা কোন বিষয়ে সমাধান দিতে চাইলে মসজিদে বসেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা করতে পারবেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে উটে আরোহণ করে এক ব্যক্তি আসল এবং সে উটকে মসজিদের (আঙ্গিনায়) বসাল ও বাঁধলো। আর উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন উপস্থিতদের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই ঠেস দিয়ে বসা ফর্সা ব্যক্তি। তখন সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন তিনি বললেন, তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন কর।

তখন সে বলল, আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নতুন প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। সে বলল, এখন আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে রাতে-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে বছরের এ (রামাযান) মাসে ছাওম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারপর ঐ ব্যক্তি বলল, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমি ঈমান আনলাম। আর আমি নিজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের জন্য দূতরূপে এসেছি এবং আমার নাম হ'ল যিমাম ইবনু ছা'লাবা। আমি সা'দ ইবনু বকর গোত্রের লোক।[2]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হ'লে নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে গিয়ে সেসব আয়াত ছাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।[3]

(৩) মসজিদে অবস্থান ও খাওয়া-দাওয়া করা: অন্যান্য বৈধ কাজের ন্যায় মসজিদে অবস্থান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ فَيَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

'খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য মসজিদের ভেতর একটি তাঁবু টানালেন। যেন তিনি কাছ থেকে তাকে দেখতে পারেন'।[4] আর যারা ই'তিকাফ করবে তারা মসজিদে অবস্থান করবে এবং মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে। এছাড়াও রামাযান মাসে মসজিদে ইফতারেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(৪) প্রয়োজনীয় বৈধ কথা-বার্তা বলা: যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ যে কোন বৈধ কথা-বার্তা মসজিদে বলা জায়েয। সিমাক (রহঃ) বলেন,

قلتُ لجابرِ بنِ سَمُرةَ أكُنتَ تجالسُ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نعَم كثيرًا فَكانَ لا يقومُ من مصلّاهُ الَّذي صلّى فيهِ الغداةَ حتّى تطلُعَ الشَّمسُ فإذا طلَعت قامَ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

‘আমি জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অধিক সময় তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানেই বসে থাকতেন যেখানে তিনি ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয় হ’লে তিনি উঠে যেতেন’।[5] জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হ’তে উঠতেন না। সূর্য উদয় হ’লে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবাগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মুচকি হাসতেন’।[6]

(৫) ঘুমানো: বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো যায়। আববাদ ইবনু তামীম (রঃ) তাঁর চাচা হ’তে বর্ণনা করেন, أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি’।[7] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমি তখন যুবক ছিলাম’।[8]

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে আসলেন, কিন্তু আলী (রাঃ)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তার মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকটে দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো সে কোথায়? সে খুঁজে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) আসলেন এবং বললেন, উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব! [9]

অতএব বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে থাকা ও ঘুমানো যায়। তবে এক্ষেত্রে মসজিদের পবিত্রতার আদবগুলো যাতে লংঘিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) অমুসলিমদের প্রবেশ করা ও তাদেরকে বন্দি করে রাখা: বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদ এলাকায় অশ্বারোহী কাফেলা পাঠালেন। তারা বনী হানীফাহ গোত্রের ছুমামাহ বিন উছাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এলো। সে ইয়ামানবাসীদের নেতা ছিল। লোকটিকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হ’ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে এসে বললেন, হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ আছে? আপনি আমাকে হত্যা করলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহ’লে একজন সম্মানী লোককে অনুগ্রহ করলেন। আপনি সম্পদের আশা করলে যত ইচ্ছা চাইতে পারেন দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চলে গেলেন। পরবর্তী সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছুমামা! তুমি তোমার সাথে কেমন আচরণের প্রত্যাশা কর? সে আগের মতই জবাব দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছুমামাকে ছেড়ে দিলেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন। [10]

এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তানকেও বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, গত রাতে এক দুষ্ট জিন আমার ছালাত নষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করতে শুরু করল। তবে আল্লাহ তা‘আলা আমাকে শক্তি দান করলেন তাকে কাবু করার। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছে হ’ল তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হ’ল আমার ভাই নবী

সুলায়মানের দো'আর কথা। তিনি দো'আ করেছিলেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়' (ছোয়াদ ৩৮/৩৫)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিনটিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন'।[11]

(৭) অভাবী লোকদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা : মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আল-আনাযী (রহঃ) মুনযির ইবনু জারীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, প্রায় বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার 'আবা' (কালো ডোরাকাটা চাদর দিয়ে কোন রকম শরীর ঢাকা পোষাক) পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব-অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমন্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে এলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিলেন। ছালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং সূরা নিসার ১নং আয়াত ও সূরা হাশরের ১৮নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তাদের দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড়, গম ও খেজুরের ভান্ডার হ'তে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে আনছারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা সে বহন করতে পারছিল না। অতঃপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগলো। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যে ও কাপড়-চোপড়ে দু'টি স্তূপ হয়ে গেছে এবং দেখলাম, (আনন্দে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা ঝলমল করছে, যেন তা স্বর্ণে মোড়ানো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করল সে এর ছওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ ছওয়াব সে পাবে। অথচ এদের ছওয়াব কিছু কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এ মন্দ রীতির উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আমলকারীদের গুনাহ কম করা হবে না'।[12]

(৮) কবিতা আবৃত্তি করা: মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী হামদ-না'ত, কবিতা আবৃত্তি করা ও প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكثَرَ مِنْ مِئةِ مَرَّةٍ فيْ المَسجِدِ، وَأصحابُهُ يَتَذاكَرونَ الشِّعرَ، وأشياءَ مِن أمْرِ الجاهليَّةِ، فرُبَّما تَبَسَّمَ معهم،

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে শতাধিক বৈঠকে ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর ছাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন'।[13] রাসূল (ছাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে হাসসান বিন ছাবেতকে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের) জবাব দিতে বলেন এবং তার জন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন।[14] উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জাহেলী যুগেরও বাতিলপন্থীদের কবিতা আবৃত্তি করতে এবং কবিতা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন।

(৯) ছাদাক্বার মাল জমা রাখা : মসজিদে ছাদাক্বার মাল রাখা জায়েয। যেমন ফিৎরার চাল, যাকাতের সম্পদ অথবা আল্লাহর নামে মান্নতের জিনিস। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বাহরাইন হ'তে কিছু সম্পদ আসলো। তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূল (ছাঃ)-এর

নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল সবচেয়ে বেশী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছালাতের জন্য চলে গেলেন। এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। ছালাত শেষ করে তিনি সম্পদের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আববাস (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকীলের (এ দু'জন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলাম) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিয়ে যাও। তিনি কাপড় ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বলেন, তাহ'লে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তখন আববাস (রাঃ) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। অতঃপর আববাস (রাঃ) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তার এই লোভ দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি আববাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়াল হ'লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।[15] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে দান-ছাদাক্বার মাল জমা করা ও বন্টন করা যাবে।

মসজিদ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজসমূহ :

মসজিদ কেন্দ্রিক অনেক অবৈধ কাজ রয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) কবরকে মসজিদ বানানো: বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক মসজিদের পার্শ্বেই কবর রয়েছে। কোন কোন মসজিদের নীচেও কবর রয়েছে। আবার কোন কোন কবরকে পাকা করে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, যা ইসলামে হারাম। এমনকি মসজিদে কবর থাকলে সেখানে ছালাত নিষিদ্ধ।[16] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যু শয্যায় বলেছেন, لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوْا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ، 'আল্লাহর অভিশাপ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।[17]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন,

أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتا كَنِيسَةً رَأَيْنَها بالحَبَشَةِ فيها تَصاوِيرُ، فَذَكَرَتا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أُولَئِكَ إذا كانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ فَماتَ، بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ.

'একদিন উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলেন যে তাঁরা হাবশায় খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা ধরনের চিত্র অংকিত রয়েছে। তারা দু'জন এসব কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অংকিত করে রাখত। এরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে'।[18] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন, اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান

বানিও না। আল্লাহর কঠিন রোষানলে পতিত হবে সেই জাতি, যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে’।[19]

এমনকি অনেক কবরকে মাযার নাম দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে মানুষ মান্নত করে, সিজদা করে, সম্মান করে, গিলাফ পরায়, টাকা-পয়সা দেয় ইত্যাদি। এসবই ইসলামে হারাম ও সবচেয়ে বড় পাপ।

আবার অনেকে মসজিদের পাশে কবর দেওয়াকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা ও ফযীলতের কাজ মনে করেন। আরো ধারণা করেন যে, মুওয়াযযিনের আযান ও মুছল্লীদের যাতায়াত নাজাতের কারণ হবে। যেমনটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) তার এক কবিতায় লিখেছেন,

‘মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মুওয়াযযিনের আযান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই মুছল্লীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে,
গোর আযাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।
কত পরহেযগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত,
সেই কুরআন শুনে যেন আমি পরাণ জুড়াই।
কত দরবেশ-ফকীর রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লাহর নাম যিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নাম জপিতে চাই।

এসবই ভ্রান্ত আক্বীদা। কারণ মানুষ মারা গেলে দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ার কেউ মৃত ব্যক্তিকে কিছু শুনাতে পারবে না। আবার কবরবাসীও দুনিয়ার লোকদের কোন উপকার করতে পারবে না (নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২; ফাতির ১৪)।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের সাথে কবরের কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কবরকে মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে অথবা মসজিদকে কবর থেকে সরিয়ে নিতে
হবে।
ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,আলহামদুল্লিাহ। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না।[20]

(২) হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া: কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মসজিদে বা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে যে, মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন বলে, তোমার হারানো জিনিস তুমি যেন না পাও আল্লাহ সেটিই করুন। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি’।[21]

বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করল। সে বলল, লাল বর্ণের উটের প্রতি কে ঘোষণা জানালো? অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ، ‘তুমি যেন (তোমার হারানো জিনিস) না পাও। কেননা মসজিদ তো মসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে’।[22]

(৩) মসজিদ নিয়ে গর্ব করা: মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদ নিয়ে বড়াই করা বা গর্ব করা উচিত নয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا تقوم الساعة حتى يتبَاهى الناس في المساجد 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে'।[23]

(৪) ক্রয় বিক্রয় করা: মসজিদ নির্মাণ করা হয়, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তাঁর যিকির করার জন্য ও আল্লাহর ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী পালনের জন্য। মসজিদ দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য বানানো হয়নি। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা, বাযার বসানো ইত্যাদি। আমর ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তার পিতা হ'তে, তার পিতা তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম'আর ছালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন।[24] এমনকি কেউ বেচা-কেনা করলে লাভবান না হওয়ার জন্য দো'আ করতে বলেছেন।[25]

(৫) লাল বাতি জ্বালানো : অনেক মসজিদে লাল বাতি লাগানো থাকে এবং নীচে লেখা থাকে 'লাল বাতি জ্বলানো অবস্থায় সুন্নাত আদায় করা নিষেধ'। আর জামা'আতের দুই/এক মিনিট পূর্বে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর মুছল্লীগণ এ অবস্থায় সুন্নাত ছালাতের নিয়ত না করে বসে বসে ফরযের জন্য অপেক্ষা করেন। এটা শরী'আত সম্মত নয়। বরং মুছল্লী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। সুন্নাত শেষ করার আগেই যদি মুওয়ায্যিন ইক্বামত দেয় তখন মুছল্লী সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوبَةُ، 'যখন ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[26]

(৬) অযথা গল্প-গুজব করা: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يأتي على النّاسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في مساجِدِهم في أمرِ دنياهم، فلا تُجالِسوهم، فليس للهِ فيهم حاجةٌ 'অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা'আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই'।[27]

(৭) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা: মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ قائِمًا في المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، فَقالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بهِما، قالَ: مَن أنْتُما أوْ مِن أيْنَ أنْتُما؟ قالا: مِن أهْلِ الطّائِفِ، قالَ: لو كُنْتُما مِن أهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُما، تَرْفَعانِ أصْواتَكُما في مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

'একদা আমি মসজিদে দন্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি দেখি তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, যাও- ঐ দু'ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হ'তে তাহ'লে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ?[28]

মসজিদে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর অসুবিধা করে উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা এমনকি কুরআন তেলাওয়াত করাও নিষেধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ করছিলেন। তিনি ছাহাবীদের শুনতে পেলেন তারা উচ্চ আওয়াযে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তাদের তেলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন, إنَّ المصلِّيَ يُناجي ربَّهُ فلينظُرْ أحدُكُم بما يُناجي بِهِ ربَّهُ ولا يجهَرْ بعضُكُم على بعضٍ بالقراءةِ، 'মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে তার রবের সাথে কি বলছে। আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে'।[29]

(৮) কারুকার্য ও নকশা করা : জমহুর ওলামায়ে কেরাম মসজিদ কারুকার্যমন্ডিত করাকে অপসন্দ করতেন।[30] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (ছাঃ) একখানা নকশা অংকিত কাপড়ে ছালাত আদায় করলেন এবং (ছালাত শেষে) বললেন, شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ 'এ কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবু জাহম-এর কাছে যাও এবং সাদামাটা মোটা চাদরখানা আমাকে এনে দাও'।[31] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عبَّاس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।[32]

(৯) মসজিদে লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করা: মুছল্লীদের ছালাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন কিছু মসজিদে স্থাপন করা যাবে না। এমনকি রঙের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। ওমর (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন, আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হ'তে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল ও হলুদ রং লাগানো হ'তে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে'।[33]

অনেকে মক্কা-মদীনার ভালেবাসার নিদর্শন হিসাবে মেহরাবের দুই পাশে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অনেকে মেহরাবের উপরে কালিমা তাইয়েবা বা কালিমা শাহাদত লিখে রাখেন। এটা পরিহার করা যরূরী। কেননা এর ফলে ছালাতের সময় অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যায়। যা ছালাতের খুশূ-খুযূতে বিঘ্ন ঘটায়।

(১০) জুম'আর ছালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে বসা : জুম'আর দিন ইমামের খুৎবার আগে কোন রকমের মজলিস কায়েম করা বা হালাকার ব্যবস্থা করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، 'রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারনো বস্ত তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসতে'।[34] অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে কথা বলা যাতে, মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(১১) সহবাস করা : মসজিদে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ 'আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক' (বাক্বারাহ ২/১৮৭)। তবে মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও খোঁজ-খবর নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই'তেকাফ অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হ'তেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী হ'তে একটু দূরে ছিল। পথে দু'জন আনছার ছাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা থামো এবং জেনে রাখো যে, এটা আমার স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ)। তখন তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা করতে পারি)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বলেন, إِنَّ الشَّيطانَ يجري مِنْ ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ وإنِّي خشيتُ أن يقذفَ في قلوبِكما شيئًا، 'শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার আশংকা হ'ল যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে করে দেয় কি-না'।[35] এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন আর আয়েশা (রাঃ) হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন।[36]

(১২) আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখা : অনেকে মসজিদের মেহরাবের ডানে ও বামে একপাশে আল্লাহ ও অপর পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখেন। এভাবে মসজিদের এক পাশে আল্লাহ অন্য পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখা শিরকী আক্বীদার নামান্তর। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনো সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ ও মুহাম্মাদ কখনো একই মর্যাদার অধিকারী নন। আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) হচ্ছেন আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও রাসূল। এছাড়াও অনেকে মসজিদের চারপাশে আল্লাহর গুণবাচক নাম, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, আয়াতুল কুরসী লিখে রাখেন, এগুলিও ঠিক নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল। তিনি সেটা দ্বারা তার ঘরের এক পাশ^র্ ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا، فإنَّه لا تَزَالُ تَصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتِي، 'আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাতের মধ্যে এই ছবিগুলো আমার সামনে বারবার আসছে'।[37]

(১৩) নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নির্ধারণ করা : আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ،

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নিতে'।[38]

(১৪) কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রাখা: বর্তমানে অনেক মসজিদের কাতারের মাঝখানে পিলার দেওয়া হয়, যা দু'জন মুছল্লীর মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে, এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, كنا نُنهى أن نصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ'ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি'।[39]

[1]. বুখারী হা/৬৬; মুসলিম হা/৬১৭৬; আহমাদ হা/২১৯৬৬।
[2]. বুখারী হা/৬৩; নাসাঈ হা/২০৯২-৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪০২।
[3]. বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০; আহমাদ হা/২৬৪৩৪।
[4]. আবূদাঊদ হা/৩১০১, হাদীছ ছহীহ।[5]. মুসলিম হা/৬৭০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; তিরমিযী হা/৫৮৫।
[6]. মুসলিম, আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭।
[7]. বুখারী হা/৪৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৬৬; মিশকাত হা/৪৭০৮।
[8]. বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২; তিরমিযী হা/৩২১।
[9]. বুখারী হা/৪৪১।
[10]. আবূদাঊদ হা/২৬৭৯; নাসাঈ হা/৭১২।
[11]. মুসলিম হা/১০৯৬।
[12]. মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/২১০।
[13]. তিরমিযী হা/২৮৫০; আহমাদ হা/২০৮৮৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/৫৭৮১।
[14]. বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫।
[15]. বুখারী হা/৪২১; আবূদাঊদ হা/৩১০১; নাসাঈ হা/৭১০।
[16]. আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।
[17]. বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২।
[18]. বুখারী হা/৩৮৭৩।
[19]. মুয়াত্ত্বা মালিক হা/৪১৪; মিশকাত হা/৭৫০।

[20]. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃঃ; আলবানী, তাহযীরুল সাজিদ ৪৫ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট ২০১৬ প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৩১।
[21]. মুসলিম হা/৫৬৮; আবূদাঊদ হা/৪৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭০৬।
[22]. মুসলিম হা/১১৪৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫৬৮।
[23]. আবূদাঊদ হা/৪৪৯; নাসাঈ হা/৬৮৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৯৫; মিশকাত হা/৭১৯।
[24]. আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২।
[25]. তিরমিযী হা/১৩২১; ইরওয়া হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৭৩৩।
[26]. মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬।
[27]. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/২৯৬২; হাকিম হা/৭৯১৬; ছহীহাহ হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭৪৩।
[28]. বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪।
[29]. আবূদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭১৪।
[30]. ইবনে তায়মিয়া মাজমূ‘ ফৎওয়া ২/১৮৩।
[31]. বুখারী হা/৭৫২; মুসলিম হা/১১২৫।
[32]. আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮।
[33]. বুখারী হা/৪৬৬ এর আলোচনা দ্রঃ।
[34]. আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; নাসাঈ হা/৭১৩।
[35]. বুখারী হা/৩২৮১; মুসলিম হা/২১৭৫।
[36]. বুখারী হা/৫৯২৫।
[37]. বুখারী হা/৩৭৪; মিশকাত হা/৭৫৮।
[38]. আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯।
[39]. ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫।

মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আহকাম :

(১) জামা ‘আতে ছালাত আদায় করা: ছালাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি প্রত্যেক পুরুষের জন্য জামা ‘আতে ছালাত আদায় করাও যরূরী। মসজিদ হ’ল জামা ‘আতে ছালাত আদায়ের অন্যতম স্থান। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ، ‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর’ (বাক্বারাহ ২/৪৩) ।

উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করার পর বললেন, অমুক হাযির আছে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ দুই ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) ছালাতই মুনাফিকদের জন্য বেশী ভারী হয়ে থাকে। তোমরা যদি এ দুই ওয়াক্ত ছালাতে কি পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে তা জানতে তাহ’লে হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও জামা‘আতে শামিল হ’তে। জামা‘আতের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে, তাহ’লে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয়ই দু’জনের জামা‘আত একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা‘আত দু’জনের জামা‘আতের চেয়ে উত্তম। জামা‘আতের লোক সংখ্যা যত বেশী হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশী পসন্দনীয়।[1]

(২) ইক্বামত দেওয়ার পরে সুন্নাত না পড়া : মসজিদে সুন্নাত আদায় অবস্থায় যদি ইক্বামত আরম্ভ হয়, তখন সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিতে হবে এবং জামা‘আতে শরীক হ’তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ 'ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই'।** 'অনেকে ফজরের জামা'আত শুরু হওয়ার পরও দ্রুত দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করেন। অথচ ইতিমধ্যে ফরযের এক বা দু'রাক'আত শেষ হয়ে যায়। এটি তারা এই ভেবে করেন যে, এই দুই রাক'আত সুন্নাত ফরযের আগেই আদায় করতে হবে নতুবা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করতে হবে। অথচ এটা সঠিক নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (রহঃ) ক্বায়েস ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, ছালাত দু'রাক'আত, দু'রাক'আত। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত আমি আদায় করিনি। সে ছালাতই এখন আদায় করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন চুপ থাকলেন'।[2]

(৩) মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জামা'আত কায়েম করা যায় : অনেকের ধারণা মসজিদে মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর আর কোন জামা'আত করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে অনেকে প্রথম জামা'আতকে গুরুত্ব দিবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং প্রথম জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর লোকজন থাকলে দ্বিতীয় জামা'আত করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় জামা'আতে ইক্বামতও দিবে।[3] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, এ লোকটিকে ছাদাক্বাহ করার মত কি এমন কেউ নেই যে তার সাথে ছালাত আদায় করবে'।[4] আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা'আত হ'তে পারে এবং জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা'আত করতে পারেন'।[5] ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ ছহীহুল বুখারীর 'কিতাবুল আযানে' باب اثنان فما فوقهما جماعة 'দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি হ'লেই জামা'আত শিরোনামে' অধ্যায় রচনা করেছেন। অতঃপর তিনি নিমেণর হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا وأَقِيْما، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، 'ছালাতের সময় হ'লে তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইক্বামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে অধিক বড় সে ইমামতি করবে'।[6] সুতরাং যখন দুই বা তার বেশী লোক ছালাত আদায়ের জন্য একত্রিত হবে তখনই জামা'আত করে ছালাত আদায় করবেন।

(৪) মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা খোলা মাঠে আদায় করেছেন। যদিও মসজিদে নববী পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপর্ণ মসজিদের অন্যতম এবং এখানকার এক ছালাত হাযার ছালাতের চেয়ে উত্তম। তবে ওযর বশত মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বৃষ্টির কারণে এক বছর মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّه أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ 'একবার ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই নবী করীম (ছাঃ) তাদের সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করলেন'।[7] কিন্তু দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে অনেক এলাকায় বৃষ্টি বিহীন আবহাওয়ায় এবং মাঠ থাকার পরেও তারা মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করে থাকে, যা সুন্নাতের সুস্পষ্ট লংঘন।

(৫) সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আদায় করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের দিকে বের হন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে ছালাত আরম্ভ করেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি লম্বা ক্বিরাআত পাঠ করেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাতে অতিবাহিত করেন। এরপর মাথা তুলে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রববানা ওয়ালাকাল হামদ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর আবার লম্বা ক্বিরাআত পড়েন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল।

অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ‘ করেন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রববানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতেও অনুরূপ করেন। এভাবে পুরো ছালাত চার রুকূ ও চার সিজদাহ সহকারে আদায় করেন। ছালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সূর্য গ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়’।[8]

(৬) মসজিদে জানাযার ছালাত আদায় করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযর ব্যতীত মসজিদের বাইরে জানাযার ছালাত আদায় করতেন। তবে মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ে কোন সমস্যা নেই।[9] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازِةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ، ‘যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে জানাযার ছালাত পড়ে তার কোন গুনাহ নেই’।[10] আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাছ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে (তাঁর লাশ বাড়ী হ’তে দাফনের জন্য আনার পর) আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আস, তাহ’লে আমিও জানাযা আদায় করতে পারব। লোকেরা (জানাযা মসজিদে আনতে) অস্বীকার করলেন (কারণ তারা ভাবলেন, মসজিদে জানাযার ছালাত কিভাবে আদায় করা যেতে পারে)। তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ، ‘আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘বায়যা’ নামক মহিলার দু’ছেলে সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযার ছালাত মসজিদে আদায় করিয়েছিলেন’।[11]

(৭) মসজিদে নফল ছালাত আদায় করার হুকুম: মসজিদ মূলত ফরয ছালাত জামা‘আতে আদায় করার স্থান। আর নফল ছালাত আদায় করার উত্তম স্থান হ’ল বাড়ী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত কর না। (ঘরেও কিছু সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় কর)।[12] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নফল ছালাত আদায় করবে। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত ছালাতই সর্বোৎকৃষ্ট’।[13] তবে মসজিদেও কেউ ইচ্ছা করলে নফল ছালাত আদায় করতে পারবেন। জুম‘আর ছালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের পর ছালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক‘আর আদায় করে’।[14] এছাড়াও মাগরিবের আযানের পরে দু’রাক‘আত আদায় করা, জুম‘আর আগে ছালাত আদায় করা এবং তারাবীর ছালাত মসজিদে আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়’।[15]

(৮) মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে এবং সেই স্থান অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে : কোন স্থানে কখনো মসজিদ নির্মাণ করা হ’লে এবং ছালাত আদায় করা হ’লে পরবর্তীতে প্রয়োজনে সেই স্থান থেকে মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে এবং সেই স্থানকে যে কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যাবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ’তে বায়তুল মাল চুরি হয়ে গেলে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাযারে পরিণত হয়।[16]

প্রকাশ থাকে যে, ছহীহুল বুখারী ২৭৬৪নং হাদীছে ‘ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং হেবাও করা যাবে না’ মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার প্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম মনে করেন ‘যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না’। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এ রকম নয়। কারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, ‘ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন জিহাদের জন্য ওয়াক্ফকৃত ঘোড়া বৃদ্ধ হয়ে গেলে সেটা বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দিলে তাতে ওয়াক্ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো উত্তম হয়’।[17]

(৯) কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে: কোন স্থানে কবর থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর ও ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হ'ল, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে রাখা হ'ল, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হ'ল অতঃপর মসজিদের কিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হ'ল এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হ'ল।[18]

(১০) বিধর্মীরা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে : মসজিদ মুসলিমদের ইবাদতের জায়গা। যেখানে মুশরিক অন্য ধর্মের লোকদের প্রবেশ নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে বির্ধমীরা প্রবেশ করতে পারবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বনু হানীফা গোত্রের ছুমামাহ ইবনু উছাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী করীম (ছাঃ) তার নিকটে গেলেন এবং বললেন, ছুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল।[19] তবে মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লায় কাফেরদের প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ (তাওবা ৯/২৮)।

(১১) বহুতল বিশিষ্ট মসজিদের নীচতলায় দোকান করে ভাড়া দেওয়া যাবে: মসজিদের কল্যাণার্থে বৈধ ব্যবসা পরিচালনার জন্য উপরে মসজিদ রেখে নীচে দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের নীচে দোকানপাট তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই।[20] মিয়াঁ নাযীর হুসইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়'।[21]

(১২) মহিলাগণ মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবেন: মহিলারা ইচ্ছা করলে জুম'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে এসে আদায় করতে পারবেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا 'যখন তোমাদের কোন মহিলা তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুতমতি চায়, তোমরা তাদের নিষেধ কর না'।[22] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মহিলাদের রাতের বেলা মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তখন তার ছেলে (বেলাল) বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে (রাতের বেলা মসজিদে যেতে) অনুমতি দিব না। এটাকে তারা বাহানা হিসাবে গ্রহণ করবে। আল্লাহর শপথ আমি কখনও তাদেরকে অনুমতি দিব না। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মহিলাদের অনুমতি দাও, আর তুমি কিনা বলছ, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না।[23] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদে গমনে বাধা দিও না'।[24]

তবে ফরয ছালাতসহ সকল ছালাত মহিলাদের জন্য মসজিদে আদায় করার চেয়ে ঘরে আদায় করা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا 'মহিলাদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় ছালাত আদায়ের চাইতে তার গৃহে ছালাত আদায় করা উত্তম। আর গৃহের অন্য কোন স্থানে ছালাত আদায়ের চাইতে তার গোপন কামরায় ছালাত আদায় করা অধিক উত্তম'।[25] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ কর না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম'।[26]

তবে মসজিদে মহিলাদের আসার আগে নিমেণাক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা যরূরী:

(১) মসজিদে গমনের সময় সুগন্ধি ব্যবহার না করা: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إذا شَهِدَةْ إحداكُنَّ العشاء فلا ةطيَّب ةلك الليلة، 'যখন কোন মহিলা এশার ছালাতে উপস্থিত হ'তে চায়, সে যেন ঐ রাত্রিতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে'।[27] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হয়, সে যেন খোশবু স্পর্শ না করে'।[28]

(২) পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে বের হওয়া: মহিলাদের সব সময়ই পর্দার সাথে বের হ'তে হবে। তবে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আরো সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ছওয়াব কামাই করতে গিয়ে গুনাহ না হয় এবং সমাজে ফিৎনার সৃষ্টি না হয়।

(৩) মহিলাদের জন্য পৃথক দরজার ব্যবস্থা করা: মহিলারা মসজিদে আসলে পুরুষদের সাথে না দাঁড়িয়ে আলাদা জায়গায় দাঁড়াবেন। তারা মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় পৃথক দরজা দিয়ে বের হবেন।

(৪) মহিলাগণ পুরুষদের পিছনে দাঁড়াবেন: দাঁড়ানোর সময় অবশ্যই পুরুষরা মহিলাদের আগে থাকবেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) উম্মু সুলাইম (রাঃ)-এর ঘরে ছালাত আদায় করেন। আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মু সুলাইম (রাঃ) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। [29] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها. 'পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথমটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথমটি'।[30]

পুরুষ মহিলার একত্রিত জামা'আতে ইমাম ভুল করলে পুরুষরা 'সুবহানআল্লাহ' বলবেন এবং নারীরা হাতের তালুতে মেরে আওয়াজ করবেন। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ছালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু আপতিত হয় সে ব্যক্তি যেন 'সুবহানাল্লা-হ' পড়ে নেয়। আর হাতে হাত মারা কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট'।[31]

(6) মহিলারা মসজিদ থেকে আগে বের হবেন: ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মহিলারা বের হবেন আর মহিলাদের বের হওয়া শেষ হ'লে পুরুষরা বের হবেন। হিন্দ বিনত হারিছ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী সালামাহ (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন,

أنَّ النِّساءَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وثَبَتَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَن صَلّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللهُ، فَإِذا قامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قامَ الرِّجالُ

'নারীরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময় ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন অবস্থান করতেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উঠলে পুরুষরাও উঠে যেতেন'।[32]

(৭) মহিলারা মহিলাদের ইমাম হ'তে পারবেন: মহিলারা পুরুষদের ইমাম হ'তে পারবেন না। তবে মহিলারা মহিলাদের ইমাম হ'তে পারবেন। সেক্ষেত্রে মহিলা ইমাম পৃথক কাতারে না দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবেন।

(১8) মসজিদে প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে : ইমাম ও মুছল্লীগণ দুনিয়াবী কথাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন কথাই বলতে পারবেন। জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে না ওঠা পর্যন্ত ঐ স্থান হ'তে উঠতেন না। সূর্য উদয় হ'লে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহিলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবীগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মুচকি হাসতেন'।[33] এক্ষেত্রে মুছল্লীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল

রাখতে হবে। উল্লেখ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে চল্লিশ বছরের আমল বাতিল হয়ে যাবে মর্মে বর্ণিত হাদিছটি জাল।[34]

(১৫) বিভিন্ন নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে : সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর, যেখানে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত হবে। তবে পরিচয়ের জন্য কোন এলাকার সাথে বা কোন ব্যক্তি বা বৈশিষ্ট্যগত দলের সাথে মসজিদের নামকরণ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে 'মসজিদে কোবা', 'মসজিদে বনী যুরায়েক' নামে মসজিদসমূহের নামকরণ করা হয়েছিল।[35] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এ হাদীছ দ্বারা মসজিদকে এর নির্মাতা বা এতে ছালাত আদায়কারীদের সাথে সম্পর্কিত করা জায়েয হওয়ার ফায়দা পাওয়া যায়'।[36] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'পরিচিতির স্বার্থে এরূপ নামকরণে কোন বাধা নেই'।[37]

(১৬) বিশেষ কারণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যায় : কোন মুসলমান বাড়ী থেকে শারঈ কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারলে তিনি তার অবস্থানেই ছালাত আদায় করবেন। যেমন- অসুস্থতা, ঝড়-বৃষ্টি, তীব্র শীত ইত্যাদি। আবু মালীহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হুনায়নে ছিলাম, এ সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন ঘোষাণা দিলেন, আপনারা নিজ নিজ বাসস্থানে ছালাত আদায় করুন'।[38] নাফি' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) একদা তীব্র শীত ও বাতাসের রাতে ছালাতের আযান দিলেন। অতঃপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসস্থলে ছালাত আদায় করে নাও। অতঃপর তিনি বলেন, إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রচন্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হ'লে মুওয়াযি্যনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন- 'প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থলে ছালাত আদায় করে নাও'।[39]

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুওয়াযি্যনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাছ্ ছালাহ' বলবে না, বলবে, 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে ছালাত আদায় কর)। তা লোকেরা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে যরূরী। আমি অপসন্দ করি তোমাদেরকে মাটি ও কাঁদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে'।[40]

অনুরূপভাবে কোন মহামারী অথবা ছোয়াছে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলেও লোকজন মসজিদে একত্রিত না হয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، 'আর তোমরা একে অপরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' (নিসা ৪/২৯)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ، 'নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ কর না। আর ইহসান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীকে ভালবাসেন' (বাক্বারাহ ২/১৯৫)।

আবু সা'ঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 'ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়'।[41] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عزَّ وجلَّ به ناسًا مِن عِبادِهِ، فإذا سَمِعْتُمْ به، فلا تَدْخُلُوا عليه، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بها، فلا تَفِرُّوا منه

‘মহামারী হচ্ছে আযাবের নিদর্শন। আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা যদি কোথাও মহামারীর সংবাদ শোন, তাহ’লে সেখানে যাবে না। আর যদি তোমার বসবাসের নগরীতে মহামারী দেখা দেয় তাহ’লে সেখান থেকে পালাবে না’।[42]

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি যদি নিয়মিত জামা‘আতে ছালাত আদায়কারী হন তাহ’লে শারঈ কোন কারণে জামা‘আতে যেতে না পারলেও জামা‘আতে ছালাতের ছওয়াব পাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ

‘কোন বান্দা যদি কোন নেককাজ নিয়মিত পালন করে। অতঃপর কোন রোগ বা ভ্রমণের অপরাগতার কারণে সেই আমলে ছেদ পড়ে। তাহ’লে গৃহে অবস্থানকালীন সুস্থতার দিনগুলোতে কৃত আমলগুলোর সমপরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে’।[43]

দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ঘরে অবস্থানের আরো ফযীলত রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন,

أنَّه كانَ عَذابًا يَبْعَثُهُ اللهُ على مَن يَشاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فليسَ مِن عَبْدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صابِرًا، يَعْلَمُ أنَّه لَنْ يُصِيبَهُ إلّا ما كَتَبَ اللهُ له، إلّا كانَ له مِثْلُ أجْرِ الشَّهِيدِ

‘মহামারী হ’ল আযাব। যাদের উপর ইচ্ছে, আল্লাহ এ আযাব পাঠান। পরিশেষে তিনি তা ঈমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দেন এভাবে যে, কোন বান্দা যদি মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং নিজ বাড়িতে ধৈর্য সহকারে, ছওয়াবের নিয়তে এ বিশ্বাস নিয়ে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাক্বদীরে যা রেখেছেন, তার বাইরে কোন কিছু তাকে আক্রান্ত করবে না, তাহ’লে তার জন্য রয়েছে একজন শহীদের সমান ছওয়াব’।[44]

পরিশেষে বলা যায় যে, মসজিদ একটি পবিত্র জায়গা। সেখানে যথাযথভাবে ইবাদত সম্পন্ন করা যরূরী। সেই সাথে সুন্নাত মোতাবেক মসজিদ আবাদ করা এবং মসজিদ থেকে শরী‘আত বিরোধী কর্মকান্ড দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করে যথাযথভাবে মসজিদ আবাদ করার তাওফীক্ব দান করুন।-আমীন!

.[1]. মুসলিম হা/৬৫১; আবূদাঊদ হা/৫৫৪।[2]. মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮।[3]. শায়খ উছায়মীন, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১৫/৮৩-৮৪; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১২/১৬৬।
[4]. আবূদাঊদ হা/৫৭৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬৫২।
[5]. মিশকাত ১১৪৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
[6]. বুখারী হা/৬৫৮; মুসলিম হা/৬৭৪।
[7]. আবূদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১২; মিশকাত হা/১৪৪৮।
[8]. বুখারী হা/১০৬৬; আবূদাঊদ হা/১১৮০।
[9]. ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিঃ) ১/৩৯২।
[10]. আবূদাঊদ হা/৩১৯১; ইবনু মাজাহ হা/২১১৭; ছহীহাহ হা/২৩৫১।
[11]. মুসলিম হা/৯৭৩; আবূদাঊদ হা/৩১৯০; মিশকাত হা/১৬৫৬।
[12]. বুখারী হা/৪৩২; তিরমিযী হা/৪৫১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৭।
[13]. বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/১৭০২; আবূদাঊদ হা/১৩০১; তিরমিযী হা/৪৫০; নাসাঈ হা/১৬০২।
[14]. তিরমিযী হা/৫২৩।
[15]. বুখারী হা/১১২৯; আবূদাঊদ হা/১২৪৩; নাসাঈ হা/১৬০৭।

[16]. ইমাম তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৮৮৫৪; ফাতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২।
[17]. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩১/২১৪।
[18]. বুখারী হা/৪২৮; নাসাঈ হা/৭০২।
[19]. বুখারী হা/৪৬২।
[20]. মাজমূ‘ ফাতওয়া ৩১/২১৮।
[21]. ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ।
[22]. বুখারী হা/৮৭৩, ৫২৩৮; মুসলিম হা/৪৪২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৯।
[23]. বুখারী হা/৮৯৯; আবূদাঊদ হা/৫৬৮।
[24]. বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২; আবূদাঊদ হা/৫৬৬।
[25]. আবূদাঊদ হা/৫৭০; ইবনে খুযাইমা হা/১৬৮৮, ১৬৯০।
[26]. আবূদাঊদ হা/৫৬৭; আহমাদ হা/৫৪৬৮; ইবনু খুযাইমা হা/১৬৮৪।
[27]. মুসলিম হা/৪৪৩; নাসাঈ হা/৫১৩৪।
[28]. মুসলিম হা/৪৪৩।
[29]. বুখারী হা/৮৭৪।
[30]. মুসলিম হা/৪৪০; আবূদাঊদ হা/৬৭৮।
[31]. বুখারী হা/৬৮৩; মুসলিম হা/৪২১; মিশকাত হা/৯৮৮।
[32]. বুখারী হা/৮৬৬।
[33]. মুসলিম, তিরমিযী হা/২৮৫০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭।
[34]. আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ১/৮৩৩; ‘আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/২৪৪০; ছাগানী, আল-মাওযূ‘আত হা/৪০।
[35]. বুখারী হা/৪২০; মুসলিম হা/১৮৭০; মিশকাত হা/৩৮৭০।
[36]. ফাৎহুল বারী হা/৪২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
[37]. আল-মাজমূ‘ ২/২০৮; মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৬।
[38]. নাসাঈ হা/৮৫৪।
[39]. বুখারী হা/৬৬৬; আবূদাঊদ হা/১০৬২; নাসাঈ হা/৬৫৪।
[40]. বুখারী হা/৯০১; আবূদাঊদ হা/১০৬৬।
[41]. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; দারাকুৎনী ৪/২২৮; বায়হাক্বী হা/১১৭১৮।
[42]. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৪৪।[43]. আবূদাঊদ হা/৩০৯১, হাদীছ ছহীহ।[44]. বুখারী হা/৫৭৩৪; আহমাদ হা/২৪৩৫৮।

তথ্যসূত্র:
https://at-tahreek.com/article_details/6967

ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব:

মসজিদ পৃথিবীর আদি নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সবার আগে মসজিদ সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য [আলে ইমরান ৯৬]। রসুলুল্লাহ সা. যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন। মসজিদে কুবা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ হাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এরপর তিনি যখন মদিনা নগরীতে প্রবেশ করলেন, সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদিনার কেন্দ্রবিন্দুতে নির্মাণ করলেন মসজিদ। তখন মুহাজির সাহাবিদের কোনো ধনসম্পদ ছিল না। সকল সহায়-সম্পত্তি মক্কায় রেখে তারা এক কাপড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। এই রকম সংকটময় মুহূর্তেও রাসূল সা. মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করে এর অবকাঠানো তৈরি করলেন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাসূল সা. শুধু আদেশ করেই ক্ষান্ত হননি, হাদীস ও ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবিদের সাথে তিনি নিজ হাতে কাদামাটির ইট বানিয়েছেন, সেই ইট কাঁধে বহন করেছেন। রাসূলের কাছে মসজিদের নির্মাণ কাজও এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তিনি যে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, বারবার তার নজির স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, যারা মসজিদ নির্মাণ করে, তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর বানাবেন। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্যত্র রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে। সাত শ্রেণির এক শ্রেণি হলো ওই সকল মানুষ, যাদের হৃদয় সব সময় মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। [বুখারী ও মুসলিম]

আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা: আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু, তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা আমরা রাসূলের সা. যুগের মসজিদে নববি থেকে পাই। সকল প্রকার ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই মসজিদ থেকে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যস্থার মাধ্যমে অগ্নিগহ্বরের কিনারায় অবস্থিত একটি জাতিকে রাসূল সা. সোনার মানুষে পরিণত করেছেন।

একত্ববাদের চেতনা তৈরি: মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম-খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ওই সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরিক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে যায়। রসুলুল্লাহ সা. জুমআর বয়ানে, সাধারণ আলোচনায়, ব্যক্তিগত নসিহতে বারবার শিরিকের ব্যাপারে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করতেন। যার ফলে এক সময়ের মূর্তিপূজারী মানুষগুলো শিরিক বর্জন করে তাওহিদের রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী একজন ইমাম যখন মসজিদে নববির আদলে তার মুসল্লিদেরকে তাওহিদের দীক্ষা দেন এবং শিরিকমুক্ত ঈমান গঠনের নাসিহাহ পেশ করেন, তখন সেই সমাজ খুব সহজেই তাওহিদি সমাজে পরিণত হয়।

নিয়মানুবর্তিতা :
মসজিদে পাঁচবার সালাত আদায়, আজান, ইকামত, ইমামের পেছনে ইকতেদাসহ সালাতের মধ্যকার সব কাজ ব্যক্তিকে নিয়মানুবর্তী করে তোলে। তাকবিরের মাধ্যমে সালাত শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে তা শেষ হয়। এসব ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে সালাত শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে অজুর মধ্যেও ধারাবাহিকতা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, মাথা মাসেহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো।' (সুরা মায়িদা: ৬) এসব নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তিকে জীবনের সব ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তী করে তোলে।

সময়-চেতনা:
মসজিদ মানুষকে সময়ানুবর্তিতাও শেখায়। নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মসজিদ মানুষকে সময়ানুবর্তী, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে। সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ। আল্লাহ বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।' (সুরা নিসা: ১০৩) অনুরূপভাবে সালাতের পর অলসভাবে বসে না থেকে জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'এরপর যখন সালাত সমাপ্ত হয়, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করো।' (সুরা জুমুআহ: ১০)

ভ্রাতৃত্ববোধ: ইসলাম যে কয়টি বিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। [বুখারী ও মুসলিম] মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক তৈরিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে। নামাযের কাতারে ইসলাম ধনী-গরিব, আমীর-ফকিরের কোনো বৈষম্য রাখেনি। ফলে প্রতিটি মানুষ তার পেশা, বংশ ও অর্থনৈতিক তারতম্য পেছনে ফেলে নামাযের কাতারে এক ও অভিন্ন মর্যাদার মানুষে পরিণত হয়। এতে সুদৃঢ় হয় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্মূল হয় উঁচুনিচুর ভেদাভেদ। তাছাড়া নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে। অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো বিপদে কেউ নামাযে অনুপস্থিত থাকলে বাকিরা সহজেই তার খোঁজখবর এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসায় একটি জাতিকে একই সুতোয় গাথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যিনি নামাযের ইমাম তিনি সমাজেরও ইমাম। একজন ইমাম যখন মসজিদ পারিচালনা করেন, সালাতের নেতৃত্ব দেন, মুসল্লিদের নাসিহাহ করেন, তার মধ্যে সামাজিক নেতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমাজের জন্য তিনি প্রোডাক্টিভ নেতায় পনিণত হন। আবার মুসল্লিবৃন্দ, যারা নামাযে ইমামের হুবহু অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতাকে মান্য করারে মানসিকতা এবং আনুগত্যের বোধ জাগ্রত হয়। ফলে সেই সমাজের মানুষেরা, মসজিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের কারণে, সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়।

জ্ঞানচর্চার সূতিকাগার: রাসূলের যুগের মসজিদে নববি ছিল কুরআন ও হাদীস চর্চার দরসগাহ। আসহাবে সুফফার কথা আমরা জানি। একদল দরিদ্র সাহাবি, ইলমচর্চার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কোনো পেশা ছিল না। মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। কোনো খাবার হাদিয়া এলে খেতেন না এলে উপোস

থাকতেন। তারা রাসূলের সা. মুখনিঃসৃত হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। এছাড়া রাসূল সা. যখনই সুযোগ পেতেন, মসজিদে এসে সাহাবিদেরকে কুরআন ও হাদীস শেখাতেন।

মসজিদ যেন ইলমচর্চার মারকায হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাসূল সা. সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। [মুসলিম]

মসজিদভিত্তিক মক্তব আমাদের সোনালি অতীত। মক্তব বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে এই অপূর্ব কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। মসজিদভিত্তিক দীনি জ্ঞানচর্চার ধারা জারি থাকলে মানুষেরা খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর কোনো সমাজে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুষেরা সংখ্যা যত বাড়ে, সেই সমাজ ততবেশি অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, যৌতুক ও মাদকমুক্ত সোনার সমাজে পরিণত হয়। অতীতের মক্তবভিত্তিক কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থা তার পরীক্ষিত উদাহরণ। এছাড়া মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের সংস্কৃতি চালু থাকলে মুসল্লিরা নামাযের পাশাপাশি কুরআন হাদীসসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ হতে পারে। যে সমাজে মসজিদভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি যত জোরালো হবে, সেই সমাজ ততবেশি মানবিক, সুস্থ ও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে।

পারিবারিক সংকট নিরসন: রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে। পারিবার রিলেটেড যত হাদীস আছে, অন্য কোনো বিষয়ে সম্ভবত এত হাদীস বর্ণিত হয়নি। কারণ—পরিবার হলো সভ্যতার সূতিকাগার। পরিবার ধ্বংস হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। কখনো স্বামী-স্ত্রীকে উপস্থিত করে কাউন্সেলিং করতেন। একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত—মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

পরামর্শগৃহ: নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ পরামর্শ সভার জন্য ব্যবহৃত হতো। হদ, জিহাদ, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো মসজিদে নববিতে, পরামর্শের ভিত্তিতে। সেই অর্থে মসজিদে নববি ছিল পরামর্শগৃহও। রাসূলের সা. পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত মসজিদে নববিতে নেয়া হতো। একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক পরমর্শসভার বিকল্প নেই। পরামর্শের জন্য মসজিদের বরকত তো আছেই, পাশপাশি দায়িত্বশীলরা যখন পরামর্শ করতে মসজিদে একত্রিত হন, তখন কাজটার প্রতি তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

মসজিদকেন্দ্রীক আইন ও বিচারব্যবস্থা: নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ সালিশ-বিচারের জন্যও ব্যবহৃত হতো। নববি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সহ ইসলামের সোনালি দিনের মুসলিম সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রীক। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববি আমলের সুফল পেতে পারে। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ খেয়ে বিচারক কর্তৃক নিরপরাধকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতো জঘন্য পাপ ও অন্যায় চালু আছে দুনিয়া জুড়ে। যার কারণে মানুষ

ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থা চালু থাকলে এই অপকর্ম রোধ করা সম্ভব। কারণ, মসজিদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভীতি নেই, এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদে দাঁড়িয়ে ভুল বিচার বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে গেলে যে কেউই দশবার ভাববে। অতএব মসজিদকেন্দ্রীক বিচারব্যবস্থা চালু হলে আখেরে জনগণেরই কল্যাণ হবে এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে ইনসাফ।

মসজিদের অর্থনৈতিক ভূমিকা: সমাজ পরিবর্তনের জন্য মসজিদগুলোকে ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার ভাগিদার হতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে। রাসূল সা. যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালামাল বন্টন করতেন মসজিদ প্রাঙ্গনে। আবার যাকাতের মাল গ্রহণ ও বিতরণ করতেন মসজিদে নববির ভেতর। মসজিদে শিক্ষাদান অথবা নাসিহাহ করার সময় কখনো রাসূলের সা. কাছে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলে রাসূল সা. মসজিদে বসে সেই খাদ্যদ্রব্য সাহাবিদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। মসজিদে কোনো ক্ষুধার্ত আগন্তুক এলে রাসূল সা. তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা কোনো সাহাবির বাড়িতে পাঠাতেন। জনগণের প্রতি যে মসজিদের এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে, তার প্রমাণ আমরা এসব ঘটনা থেকে পাই।

তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের কাছে ক্ষুধা এক রূঢ় সত্যের নাম। তীব্র ক্ষুধা ও অভাবের কারণে অনেক মানুষ ঈমান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ সালাত আদায় না করার পেছনে অভাবকে দায়ী করে। আবার অভাবের কারণে এদেশের পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনার নাম। রাসূল সা. জানতেন যে দরিদ্রতা কখনো কখনো ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে। এ জন্য তিনি দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কুফুরি ও ফকিরি থেকে পানাহ চাই।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে মসজিদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা খুবই জরুরি। মসজিদ কর্তৃপক্ষ চাইলে যাকাত-ফিতরা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করতে পারে। আবার ফান্ড তৈরি করে অভাবীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসেবা পৌঁছতে পারে।

স্বাবলম্বীকরণ, অভাব দূরীকরণ, বিনামূল্যে খাদ্যবন্টন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মসজিদকে সম্পৃক্ত হতে হবে, যেভাবে সম্পৃক্ত ছিল রাসূলের সা. মসজিদ। তবেই মসজিদভিত্তিক সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র:
https://ahmadullah.info/blog/article/2370/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%97%E0%A6%A0%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

শেষ কথা:

মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুর নাম মসজিদ। মসজিদ ছাড়া মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না। মসজিদ শিআরে ইসলাম তথা ইসলামের নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত। কোনো অঞ্চলে মসজিদ থাকার অর্থ হলো সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব আছে। মসজিদকে আদর্শ ইসলামী সমাজের হৃৎপিণ্ডও বলা যায়। আল্লাহ তায়ালার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ। মদিনায় হিজরতের পর রসুলুল্লাহ সা. এর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো মসজিদ থেকে। রসুলুল্লাহর সা. পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন পরবর্তী খলীফাগণ। ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাব, সেই সময়ের মসজিদ শুধু নামাযের ঘর ছিল না; বরং তাদের মসজিদ ছিল পরামর্শগৃহ, বিচারালয়, শিক্ষাকেন্দ্র, মজলুমের আশ্রয়স্থল, শিশুদের আনন্দধাম। রাসূলের সা. মসজিদ ছিল সৌরজগতের সূর্যের মতো; সূর্যকে কেন্দ্র যেমন আবর্তিত হয় সকল ০গ্রহ–উপগ্রহ; তেমনি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, মানবিক ও সামাজিক সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতো মসজিদকে ঘিরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, কালের পরিক্রমায়, বিশেষত বাংলাদেশে, মসজিদ হয়ে গেছে শুধুই নামাযের স্থান। মুসলমানদের চরিত্র গঠন, দীনি শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কর্মসূচীতে মসজিদের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে।

Assignment Prepared by,

Mrs. Asha Islam Mou

Batch – 202

Roll No – 20202069

Islamic Online Madrasah

Address – West Joydevpur, Gazipur Sadar, Gazipur.

Phone – +8801786032934

Email – asarahman2904@gmail.com

